Abdul latif Siddiqi. In this regard Bangali later said, "Prime Minister recognized me immediately after she saw me. She inquired of my wellbeing. At a stage of our talks, I requested her to remain silent for a few minutes. Then I made her hear a song sung by me." Before his leaving, the Premier gave him a packet of taka fifty thousand and said, "You may come to me whenever you are in any distress. You were very dear to my late father." Minister Latif Siddiqi also gave him taka ten thousand before he left.

Mohammad Shah Bangali, the 'meeting minstrel' of Bangabandhu, breathed his last in Chattogram Medical College Hospital at 12:30am on October 26, 2010. He was 82. We wish his words in the song 'Chadorer ador beshi shitkale, / Keu rakhe na chadorer khoj shit gele' (Wrappers are dear during the winter only, / Nobody bothers for it when the winter is gone) may become wrong in the history of the Bengali nation's self-identity. We should not forget this Bengali genius.

We want, initiatives should be taken in Sandwip, Chattogram and Dhaka to keep the memories of Mohammad Shah Bangali enliven. A complete biography of him should be published. An anthology of his songs should also be published. Bangla Academy, Academy of Fine Arts, National Book Centre, the Ministry of Freedom Fighters' Affairs, as well as the people's representatives at national and local levels have to come forward to reach the goal.

Author: Writer and Journalist

Translated by Jyotirmoy Nandy

২০০৪ সালে সন্দ্বীপের মুসাপুরে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় মোহাম্মদ শাহ বাঙালি
In 2004, at Musapur in Sandwip, Mohmmed Shah Bangali in a chat with Journalists from Chattogram

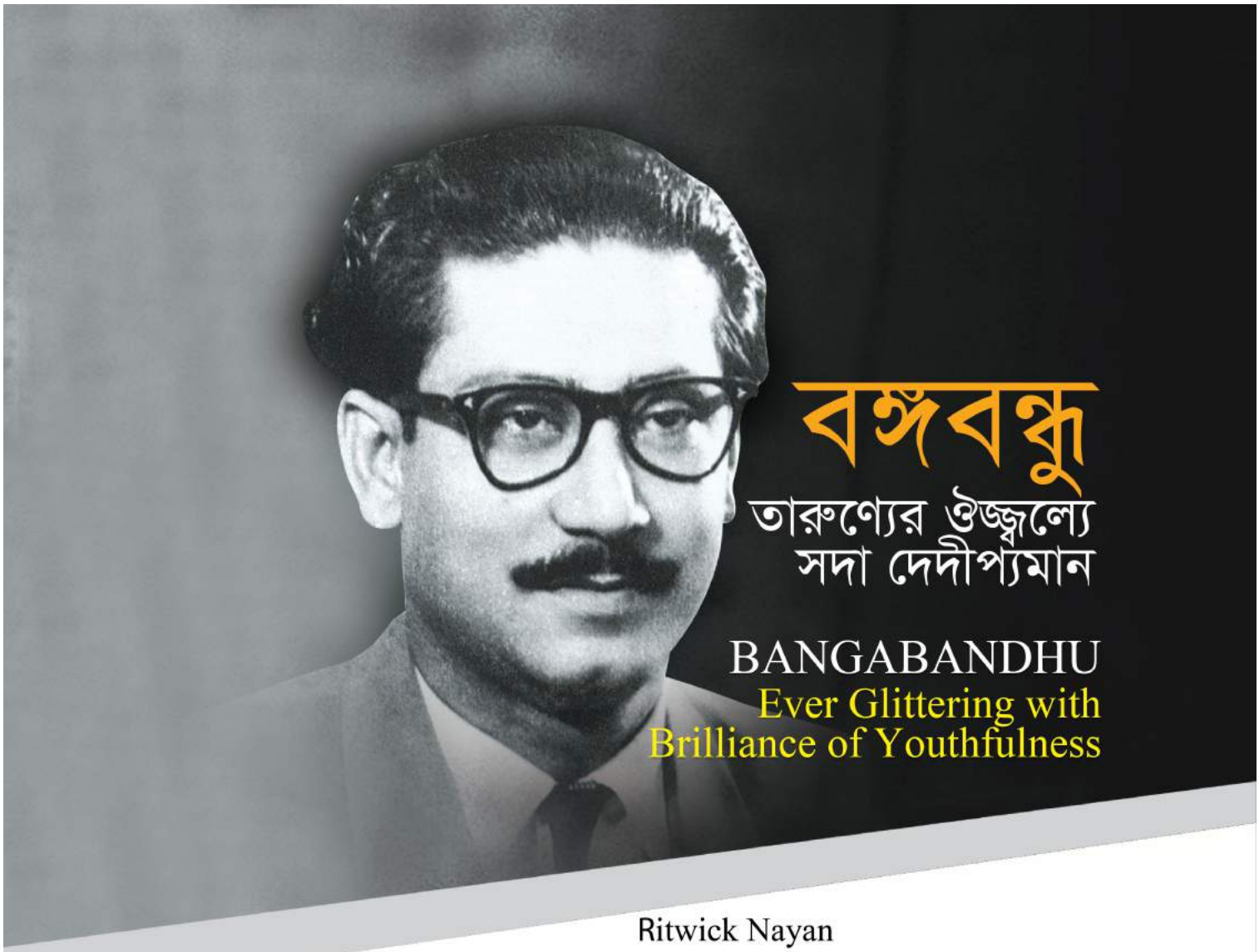

বঙ্গবন্ধু
তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে সদা দেদীপ্যমান

BANGABANDHU
Ever Glittering with Brilliance of Youthfulness

ঋত্বিক নয়ন

তারুণ্যের শক্তি সামনে এগিয়ে যেতে চায়। এই এগিয়ে চলার পথ নির্মাণে পাথেয় হিসেবে ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে নিতে হয়। বর্তমানকে জেনে বুঝে খুঁজে নিতে হয় ভবিষ্যতের দিশা। এভাবেই ইতিহাস আর ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ রচনা করে সৃজনশীলতা আর মননশীলতার বিকাশে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে তারুণ্য। তরুণ সমাজের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনুপ্রেরণার নাম। তিনি তরুণদের কাছে একাধারে জীবন সংগ্রামের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ও আদর্শের প্রতীক; অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কারিগর, উদার ব্যক্তিত্ব, সফল রাজনীতিবিদ। নতুন প্রজন্মের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার মহাপুরুষ বঙ্গবন্ধু। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট - দীর্ঘ ৩৫ বছরের কিছু বেশি সময়ের রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধুকে তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

Ritwick Nayan

The power of youth wants to move onward. One has to find inspiration from history as a way to build this path forward. Knowing as well as realizing the present, direction of the future should be explored. In this way, youthfulness works in moving forward the society in flourishing the creativity and mindfulness by creating bridges of history and future. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is an inspiration to young people. He symbolizes the struggles of life and the fight against wrongdoing. He is the ideal of youth as the craftsman of a non-communal Bangladesh, as a truly liberal personality, and above all as a successful politician. Bangabandhu is the greatman of giving back democratic rights to a new generation. From 1940 to 15th August,1975 -- a long period of more than 35 years, Bangabandhu can be identified as an exceptional figure with the luminosity of youthfulness.

২০ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে শেখ মুজিবুর রহমান নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটিরও সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। তাঁর প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। মুসলিম লীগের রাজনীতির কেন্দ্র ছিল ইসলামিয়া কলেজ। এ সময় তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য থেকে তিনি বাংলার নেতাদের সঙ্গে রাজনীতি করার সুযোগ পান। মুসলিম লীগের যুবনেতা হিসেবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত শেখ মুজিব ১৯৪৪ সালের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এ সময় তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। শেখ মুজিব গণতন্ত্র ও রাজপথের রাজনীতির সঙ্গে উদারনৈতিক চেতনা পেয়েছেন সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য থেকে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাস্তব শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ঢাকায় গঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ দলের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত একটানা জেলে বন্দি ছিলেন জনপ্রিয় এই তরুণ নেতা। তবে জেল-জুলুমের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এবং ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে তিনি পরিণত হন জাতির জনক ও বিশ্ব নেতৃত্বে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। তারুণ্যের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাকে তিনি নিজের ভেতর ধারণ করতেন, তারুণ্যের ক্ষোভ এবং দ্রোহের সঙ্গে একটা তাৎক্ষণিক সংযোগ তিনি ঘটাতে পারতেন। তাঁর সক্রিয়তা তিনি তরুণদের ভেতর সঞ্চারিত করতে পারতেন। তরুণ রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার তাঁর যে ক্ষমতা ছিল, তা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ঘটানোর পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৫৮ সালে যখন পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয় এবং বাঙালিদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু হয়, বঙ্গবন্ধু এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য তরুণদেরই সংগঠিত করেন; তিনি কারান্তরীণ থাকলে তাঁর তরুণ সহকর্মীদের সেই কাজ করার দায়িত্ব দেন। ষাটের দশকে একটির পর একটি ছাত্র আন্দোলন যে পাকিস্তানের সেনাশাসকের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেয়, তার পেছনে ছিল তারুণ্যের জাগরণ।

Sheikh Mujibur Rahman joined the All India Muslim Students Federation at the age of twenty-four, that means in 1940. He was elected a councilor of the Bengal Muslim League. He was also the Secretary of the Gopalganj Muslim Defense Committee. With his efforts Gopalganj Muslim Sevak Sangha was established. Sheikh Mujib was admitted to Islamia College in Kolkata in 1942. Islamia College was the center of the politics of the Muslim League. During this time he got close proximity to Shaheed Suhrawardy. From the close nearness of Suhrawardy, the Secretary of the Bengal Muslim League, he got the opportunity to do politics with the leaders of Bengal. Sheikh Mujib, inspired by the ideals of Suhrawardy and Abul Hashim, participated in active politics as a youth leader of the Muslim League, popularized the Muslim League at the grassroots level. During this time, he emerged as an uncontested leader of the greater Faridpur district. Sheikh Mujib got liberal consciousness with the politics of democracy and highway from the close proximity of Suhrawardy. He learned the practical lessons of secular politics from the direct experience of the riots of 1946. After the partition of the country of the year in 1947, he joined in the Law Department at Dhaka University and got involved in the Language Movement. The South East Pakistan Awami Muslim League was formed in Dhaka on June 23,1949 at the initiative of Suhrawardy. Sheikh Mujibur Rahman was the first Joint Secretary of the party.

This young popular leader was imprisoned from 1949 to 1952. However, through the horrific experiences of jail-torture and the unforgettable contribution of Language Movement and Bengali Liberation War, he became the Father of the Nation and a world leader. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had been popular with the youths since the Language Movement of 1952. He held his youthfulness in the dreams and expectations of youth. He could make an immediate connection with anguish and rebellion. He could transmit his activism to young people. His ability to inspire young people as a young political organizer played a significant role in the fall of the Muslim League in the provincial elections of 1954.

When military rule was imposed in Pakistan in 1958 and oppression of Bengalis started, Bangabandhu mobilized the youth to resist it. Even

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর ছয় দফার ঘোষণা দেন, যাকে ছাত্রসমাজ বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করে, ভবিষ্যৎ নিয়ে তরুণদের ভেতর এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধু উপাধি পান। একই সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা অনুষ্ঠানে বলেন, "...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি...আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।"

১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকার রেসকোর্স মাঠে বাঙালির স্বাধীনতার ডাক দিলেন, দেশের মানুষকে প্রস্তুত হওয়ার বার্তা দিলেন, তা সারা দেশে সব মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। অনেক দুর্গম জায়গায় সেই বার্তা নিয়ে গেল তরুণেরা। পরিবারকে আর প্রতিবেশীদের জাগাল তরুণেরা। প্রতিটি ঘর একেকটি দুর্গ হয়ে দাঁড়াল। যে মানুষটি সেই '৪৮ থেকে শুরু করে '৭১ পর্যন্ত সময়ে ধাপে ধাপে সেই মহাজাগরণের ডাকটি দেবার জন্য নিজেকে তৈরি করেছেন ইতিহাসের সমান্তরালে। আর দেশের মানুষকে প্রস্তুত করেছেন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এক মহাজাগরণে শামিল হয়ে ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সময় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে, তিনিই হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মনে প্রাণে তরুণ বাঙালি। এ কারণে মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে দলের বিশ্বাস ও নিজের জীবনদর্শনকে একীভূত করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারির ভাষণে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি কোনো ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা (পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ)। 'যার যার ধর্ম তার তার' - ধর্ম নিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যা বঙ্গবন্ধুই প্রথম উপস্থাপন করেন। সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করলেও বঙ্গবন্ধু ধর্মান্ধতাকে ঘৃণা করতেন।

বঙ্গবন্ধু জীবনের প্রায় বেশির ভাগ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়ে আমরা জানতে পেরেছি, তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল তারুণ্যকেন্দ্রিক। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হতে এলাকাবাসী ও সহপাঠীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে নেতৃত্ব দেন। মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করার সময় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন। কলেজ জীবনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং কলকাতার

when he was inside prison, he entrusted his young colleagues with the task. The awakening of youth was there behind a student movement that shook the brass tacks of the Pakistani military in the sixties.

When Bangabandhu announced his six-point demand in 1966, which the student community declared immediately as the Magna Carta of the Bengali people, a strong desire was made for the future with the youth.

Sheikh Mujibur Rahman conferred with the title of Bangabandhu on February 23, 1969 at the reception of the Race Course ground. Speaking on the occasion of the death anniversary of Suhrawardy on December 5 of the same year, he said, "... from the people's side, I declare ... The eastern province of Pakistan from today will be called only as Bangladesh instead of East Pakistan."

When Bangabandhu called for the independence of Bengalis at the Race Course ground in Dhaka on March 7,1971 and gave a message to the people to 'get ready', it reached to the people all over the country. Many young people conveyed the message to the most remote places. Young people awakened their families and neighbors. Each house stood as a fortress. The man who made himself step by step and from time to time between 1948 & 1971 made himself parallel to the history. He prepared the people of the country to join a great awakening and jump into the liberation war. This was the greatest period of the history of Bengalis. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Bengali Nation, the greatest Bengali of the millennium.

Bangabandhu was a Bengali young man. That is why in every phase of the liberation struggle, he consolidated the party's faith and his life-style. His dream was to create a state and society free from all sorts of exploitation. In his speech on January 10, 1972 after returning home, he added that Bangladesh would be an ideal state. And its foundation will not be a religious one. The base of the state will be democracy, socialism and secularism (later incorporated into Bengali nationalism). Bangabandhu was the first leader to present the explanation of secularism mentioning 'religious belief as anyone's personal choice'. While respecting all religions, Bangabandhu hated fanaticism.

Bangabandhu spent most of his life in jail. After

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলাকালে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সরাসরি ভূমিকা পালন। পরে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

তরুণদের সঙ্গে একটা অন্তরের সম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি তাঁদের সংগ্রামের বাণী দিতেন, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সক্রিয়তায় উৎসাহিত করতেন, শিক্ষা এবং শিক্ষার আদর্শগুলো নিজেদের জীবনে ধারণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তরুণদের তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, অসত্য, অর্ধসত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে, বঞ্চনা-অনাচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্দীপনা জোগাতেন। তিনি চাইতেন বাঙালি তরুণ যুগের আদর্শগুলো ধরে রেখে বিশ্বমানব হোক । তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন, থাকবেন। বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় দীক্ষিত। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। এই এগিয়ে চলায় বাংলা ও বাঙালিকে উদ্দীপিত করছে তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আর নীরবে পাথেয় হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার একটা নাম নয়। বঙ্গবন্ধু দল-মত নির্বিশেষে কেবলই হবেন একজন বঙ্গবন্ধু। সময় এসেছে পরিবর্তিত হওয়ার। নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু নামক একটা ছায়া থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে কাদা ছোড়ার মাধ্যম হিসেবে তিনি বিবেচিত হতে পারেন না। কখনোই পারেন না রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে। তাই, রবীন্দ্র-নজরুল ইনস্টিটিউটের মতো বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট কিংবা বিস্তর গবেষণা এখন সময়ের দাবি। যেখানে হাজার বছর পরেও কোটি মানুষের বাংলাদেশ মানেই মনে হবে এক অনন্য বঙ্গবন্ধু। বাংলাপ্রতিম বিশ্ববন্ধু। বিশ্বপ্রতিম বঙ্গবন্ধু।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

reading the autobiography of Bangabandhu we came to know that his thinking was youthful. From the time he was studying in a primary school, he led the demand of local people and classmates. He was a forerunner political activist while studying at secondary level. He played an active role in the anti-British movement in college life and a direct role in establishing harmony during the Hindu-Muslim riots in Kolkata. Later he established the identity of the Bengali nation, established the dignity of the Bangla language and established an independent Bangladesh.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had an intimate relationship with the youth. He spoke of their struggles, encouraged political-cultural activism, and inspired them to embrace the ideals of education in their lives. He encouraged young people to protest wrongdoing, to reject untruths, half-truths, to stand up against deprivation and oppression. He wanted the Bengali youths should sustain the ideals of the age and be world-class. Bangabandhu mixed with the younger generation freely. The great idelas he left behind would stay in the days to come. The present generation is endowed with immense courage, extraordinary leadership qualities, wisdom and foresight, which are inherited from Bangabandhu. Bangladesh is moving forward with Bangabandhu's ideals, to fulfill his dream of an eternal Golden Bengal.

Bangabandhu is not a name to be confined within any political party. He is the supreme figure to be regarded nationally, irrespective of party or opinion. The time has come to change. He cannot be considered as a means of throwing mud at the center of state politics by depriving the new generation of a tree shade called Bangabandhu. He can never be used as a political tool. Therefore it is demand of time to establish independent Institute to do research on Bangabandhu like Rabindranath and Nazrul Institute There, even after thousands of years, Bangladesh would be able to feel a unique Bangabandhu. Banglapratim Viswabandhu. Viswapratim Bangabandhu.

Author : Journalist & Columnist
Translated by Shekhar Tripaty

আমার চট্টগ্রাম

ওমর কায়সার

মুঠোফোনে 'হেই গুগল'কে জিজ্ঞেস করেছি- তুমি কি চট্টগ্রাম সম্পর্কে কিছু জানো?
হাই গুগল আমাকে উত্তর দিলু বৃটিশ উপনিবেশকালে একটা বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে মুম্বাইতে একটা চলচ্চিত্র হয়েছে সেই সিনেমার নাম চিটাগাং।

বুঝলাম গুগল আমাকে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সংঘটিত যুব বিদ্রোহ নিয়ে ভারতে যে চলচ্চিত্র হয়েছে তার কথাই বলছে। চট্টগ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুগল আমাকে একটা চলচ্চিত্রের বয়ান দিল। কিন্তু তাতেও আমি খুশি। গুগলের ভুল উত্তরের মাধ্যমেও আমাদের গৌরবের চট্টগ্রামটা ভেসে উঠল।

MY CHATTOGRAM

Omar Kaiser

I asked 'Hei Google' in my android, "Do you know anything about Chattogram or Chittagong?"

Google answered, a movie is made in Mumbai on a revolt occurred during the British colonial era in the Indian subcontinent, and the name of the movie is 'Chittagong'.

I understood, it is telling me about the Youth Revolt of Chattogram that took place under the leadership of 'Mastarda' Surja Sen in 1930s.

While asked to tell something on Chittagong or Chattagram, Google informed me about a film bearing the name of this great city. It's actually not an accurate answer, yet I was happy. This in accurate answer of Google also reflected a past glory of Chattogram.

Photo : Kamol Das

পৃথিবীর সব মানুষের মতো আমিও জন্মস্থান চট্টগ্রাম নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু কেন করি? এই প্রশ্ন নিজেকেই করি। নিজেকে নিজের প্রতিপক্ষ বানাই। বলি, চট্টগ্রাম শহরের প্রান্তে একটা হাজার বছরের পুরোনো সমুদ্র বন্দর আছে, সেটাকে অনেকে এশিয়ার সিংহদ্বার বলে- তার জন্যই কি এত অহংকার? ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নানা ঘটনায় চট্টগ্রাম মাইলফলক হয়ে আছে, তার জন্যই কি তুমি চট্টগ্রামকে নিয়ে গর্ব কর? রাজধানী ঢাকার চেয়েও চট্টগ্রামের ঐতিহ্য অনেক পুরোনো। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক এবং পরিব্রাজকেরা যুগে যুগে নানা নামে এই এলাকার গুণকীর্তন করে গেছেন বলে? নাকি পাহাড়, সমুদ্র, হ্রদ, নদী মিলে প্রকৃতি তাকে বিচিত্র রূপে সাজিয়েছে বলে?

আসলে চট্টগ্রামকে নিয়ে আমার শ্লাঘার কারণটা নিজেও বুঝি না। হয়তো আমি শুধু জন্ম নিয়েছি বলেই কোনও কারণ ছাড়াই চট্টগ্রামকে ভালোবাসি। তুমুল বৃষ্টির দিনে হাঁটুজলে ঢাকা সড়ক দিয়ে পথ চলতে চলতে নগরটাকে ভালোবাসি। ধুলায়ধোঁয়ায় ধুসর যানজটের যন্ত্রণা সইতে সইতে ভালোবাসি। গিঞ্জি গলিতে ময়লা আবর্জনার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি এই শহরের অতীতকে নিয়ে ভাবি। মনে মনে বলি এই যে চট্টগ্রাম, এটাতো আসল চট্টগ্রাম নয়, আমার চট্টগ্রামতো সবুজ বনভূমিতে ঢাকা একটা পাহাড়ি অঞ্চল। আমি সেই ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছি। এই ময়লা আবর্জনার শহরে আমি যেন কোথা থেকে ছিটকে এসেছি। আমি এমন একটা শহরে থাকি, যে শহরে ৪১ টা ওয়ার্ড আছে। তার মধ্যে চারটি ওয়ার্ডের একপাশে সমুদ্র, অন্যপাশে নদী। আটটি ওয়ার্ডের পাশে সমুদ্র। ১৩টি ওয়ার্ডের পাশে রয়েছে নদী। কিছু ওয়ার্ডে আছে হ্রদ। এরকম মানচিত্র পৃথিবীর কয়টা শহরে আছে? আমার জানা নেই। আর কী আছে এই শহরে? আর আছে পাহাড়। ভুল বললাম। পাহাড় একসময় ছিল। তারা এখন নামে আছে বাস্তবে নেই।

পাহাড়ের চূড়ায় চাকমা রাজার ভবন। সেখানে তাকে ঘিরে বসে গানের আসর। সেই গানের সুরে আর তালে নাচে অপূর্ব সুন্দর সব পরী। ওরা ডানাকাটা নাকি ডানাওয়ালা পরী তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তাদের নিয়েই পাহাড়টির নাম পরীর পাহাড় বা ফেয়ারি হিলস। বদর শাহ নামে একজন পীর চেরাগ জ্বালিয়ে এখানে সাধনা শুরু করেছিলেন বলেই চেরাগী পাহাড়। এরকম নানা গল্প, কিংবদন্তি আর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে নগর চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা। আর এসব নামের সাথে পদবীর মতো জুড়ে আছে পাহাড় শব্দটি। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব? কোথাও কোথাও সামান্য টিলার মতো দৃশ্যমান। বেশির ভাগ কর্তিত, খণ্ডিত, বিলীয়মান। কোথাও কোথাও দেখাই যায় না। অথচ আমরা জানি ঘন সবুজ এক আরণ্যক পরিবেশে পাহাড়ের ভেতরেই বেড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম নগর। সেজন্যেই হয়তো ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে

Like all others, I'm also very proud of Chattogram—my birthplace. But why I'm so proud? What's there to be proud of Chattogram? Is it because I think there's a thousand year old seaport here which is considered by many as the main entrance of Asia? Or is it because Chattogram has become a milestone in many occurences that took place in different turns of the history? Traditionally, Chattogram is older even than Dhaka. Historians and travelers of different ages, including Ibne Batuta of Morocco who visited Chattogram in 1346, have praised Chattogram mentioning it with different names of praises. May be that's why I feel proud of it! Or is it because Mother Nature has adorned the place with all her diversities including hills, rivers, lakes and a sea?

Actually I myself don't uhderstand clearly why I feel so proud of Chattogram. May be I love it as I'm born here. I love the city in a day when it rains cats and dogs and I walk in its roads submerged in knee-deep water. I love it while suffering from the pain of a traffic jam greyishly covered with dusts and smokes. I think about the past of the city while walking in one of its narrow and crowdy lanes. I think in my mind, this crowdy city isn't my real Chattogram. My Chattogram was actually a hilly terrain covered with deep green forests. I myself was born in such a beautiful place. But now where am I? It is as if I'm thrown from somewhere else to this city of garbages.

The clity live in is divided into 41 wards. There are four such wards which have river in their one sides and the sea in the others. Eight of the wards have sea as their next door neighbour. 13 wards have the river flowing beside them. Some wards have lakes. How many cities in the world have a unique landscape like this? I don't know. What else is there in this city? There are also the hills. No, I'm wrong. The hills were there once upon a time. Now only their names are surviving, but they themselves are gone for ever.

There was a palace of a Chakma king at the peak of a hill. It is said that the king was entertained there with songs and dances by the fairests of the fairies. But there is a difference of opinions whether the fairies had wings or not. The hill and the range of hills where it is included was named following the legend as 'Parir Pahar' or Fairy Hills.

Photo : Majed Chowdhury

চৈনিক লেখক ওয়াং তা ইউয়ান তাঁর বই তাও রিচি লিয়ে-তে চট্টগ্রামের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই এখানকার 'উচ্চ ও শিলাবন্ধুর পর্বতমালা'র কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাঁচশ বছর পর ইংরেজ আমলে চট্টগ্রামে কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এ. এল. ক্লে সাহেব। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'ফ্রম এ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল'-এ পাহাড়ি চট্টগ্রাম শহরের বর্ণনা পাওয়া যায়, 'নিম্নবঙ্গের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা চাটগাঁ। নিচু টিলা, চুড়োয় বাড়তি, পাকদণ্ডী বেয়ে উঠতে হয়। কোনো কোনো পাহাড়ে চমৎকার সব দৃশ্য চোখে পড়ে। দূরে দিগন্তে কর্ণফুলী গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে, চারপাশে ছড়ানো ছিটানো পাহাড়ের চূড়োয় বিন্দুর মতো সাদা বাংলো, মাঝে মাঝে বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে মন্দির বা মসজিদ। পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে তাকালে চোখে পড়ে সরু রাস্তা, উপত্যকা...।'

কিন্তু দীর্ঘ ১৪০০ বছরের পথচলায় চট্টগ্রাম নগরের পরিধি বিস্তারের পাশাপাশি তার পাহাড়ি চেহারা হারিয়ে ফেলেছে। এখানকার বেশিরভাগ প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক এমনকি পারিবারিক স্থাপনাও গড়ে উঠেছিল পাহাড় শীর্ষে অথবা পাদদেশে। সেইজন্যেই পাহাড় শব্দটি অনিবার্যভাবেই জুড়ে আছে প্রতিটি নামের সঙ্গে। আর এই সব নাম ধারণ করে আছে হাজার বছরের চট্টগ্রামের স্মৃতি। ইতিহাসের নানা বাঁকের সাক্ষী হয়ে আছে এগুলো। যেমন- পরীর পাহাড় কিংবা কাচারি পাহাড়। সাহেবদের কাছে ফেয়ারি হিল নামে পরিচিত এই পাহাড়ে ইংরেজ আমলেই চট্টগ্রাম বিভাগ ও জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এখনো আছে। এখানকার আদালতভবনটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। কিন্তু কালে কালে সংকুচিত হয়ে পড়েছে পরীর পাহাড়।

পরীর পাহাড়ের পশ্চিম-উত্তরাংশের নাম ছিল টেম্পেস্ট হিল। ইংরেজ আমলে এই পাহাড়ের মালিক ছিলেন হ্যারি নামের এক পর্তুগিজ। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার এটিকে হুকুমদখল করে কালেক্টারের বাসভবন নির্মাণ করেন। এই পাহাড়টির কোন অস্তিত্ব নেই বর্তমানে। টেম্পেস্ট হিলের পূর্ব ও পরীর পাহাড়ের উত্তরপূর্বদিকের একটি অনুচ্চ পাহাড়ে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জনের অফিস ও বাংলো ছিল। এটিও নিশ্চিহ্ন। চট্টগ্রামের ভূমি জরিপের খতিয়ানে এইসব পাহাড়ের অস্তিত্বেও প্রমাণ মেলে এবং এই নগরের ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বইতে এইসব পাহাড়ের সাথে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রশাসনিক সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম হাইস্কুল থেকে পীর বদর শাহর দরগাহ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি অনুচ্চ একটি টিলার নাম ছিল মারকট সাহেবের পাহাড়। সেটিও কালের গর্ভে বিলীন।

আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতালের পাহাড়টির নাম রংমহল। এ নামটি মোগল আমলের। মোগল রাজকর্মচারীদের অবসর বিনোদনের স্থান ছিল এটি।

A muslim saint or Pir named Badar Shah lighted a 'cherag' or earthen lamp on the peak of another hill before starting his deep meditation. That's why the hill was named as 'Cheragir Pahar' or the Hill of Light. Different areas of Chattogram are witnesses or proofs of such other stories, legends, hearsays and histories. And the word 'pahar' or 'hill' is adjoined with the names of so many places in this city! But where those hills really are? Somewhere one or another of them may be seen like a mere hillock. Most of those hills are cut, fragmented, vanishing, and some of them are vanished already.

Yet we know that the city of Chattogram has been evolved for centuries in a deep green wild environment. May be that's why the Chinese writer Wang Ta Yuan in his book 'Tao Richi Liye' (1349) has mentioned the existences of "high and roughly rock-strewn hills" here at the very beginning of his description of Chattogram.

Five hundred years after Wang Ta Yuan, a British named A. L. Clay came here as the Collectorate of Chattogram. In his biographical book titled 'From A Diary in Lower Bengal', Mr. Clay has given a very nice description of the then Chattogram town. He has written: "Chittagong is the most beautiful place in the lower Bengal. Low hillocks, houses on their peaks, where one has to go by winding steep paths. Many spectacular scenes are seen from many of the hillpeaks—the confluence of the river Karnafuli with the Bay of Bengal, white specks of bungalows amid the greenery-covered hills strewn all around, somewhere the peak of a temple or a mosque peeping through the jungle above a hill… valleys and narrow roads are seen when one looks downward from a hill peak."

But during its long journey of 1400 years, Chattogram, though its area widened manifold, but has lost its beautiful look as a hilly town. In the past, most of its administrative and commercial hubs, and even abodes of important families were built on the peaks or at the feet of the hills. That is why so many places in the city are bearing the Bengali word 'pahar' or its English synonym 'hill' as an inevitable part of their names. These place-names are bearing the memories of at least the last thousand years of Chattogram. They are the eye-witnesses of many phases of the history. In this context, we can mention the

আন্দরকিল্লাহ নজির আহমদ চৌধুরী রোড, মোমিন রোড, বৌদ্ধমন্দির রোডের মাঝখানে কয়েকটি পাহাড় ইংরেজ শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কোন এক চাকমা রাজা কিনে নিয়েছিলেন বলেই এর নাম ছিল চাকমা রাজার পাহাড়। এগুলোর মধ্যে উত্তরের পাহাড়টিই বর্তমানের ডিসি হিল পাহাড়। এই পাহাড়ের শীর্ষে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের বাসভবন। ডিসি পাহাড়ের অধিকাংশ এলাকা চারটি নার্সারির দখলে রয়েছে। এ ছাড়া পুরো এলাকায় কয়েকটি পাকা সরু সড়ক নির্মাণ করে নাগরিকদের প্রাতঃভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ডিসি পাহাড়ের উন্মুক্ত মঞ্চে সারা বছরই চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকর্মী, লেখক, নাট্যকর্মীদের আড্ডায় মুখর থাকে চেরাগী পাহাড়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাক্ষী জালালাবাদ পাহাড় এখনো অনেক অক্ষত অবস্থায় আছে।

১৮৭৮ সালের ২৩ আগস্ট পল্টন পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয় চিটাগাং ক্লাব। তার অদূরে একই পাহাড়ে সার্কিট হাউসও নির্মিত হয়। পল্টন পাহাড়টি একসময় পশ্চিমে বাটালি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে সেটি অন্যপাহাড়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
পরিবেশ অধিদপ্তর কোন পরিসংখ্যান দিতে না পারলেও বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে, ইতিহাসে, ভূমি জরিপে নগরের পাহাড়গুলোর কথা পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ আমলে চূড়ায় একটি দেবমন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে একটি পাহাড়ের নাম হয়েছিল দেবপাহাড়। এটি এখন সমতলের আবাসিক এলাকা। এর পশ্চিমপ্রান্তে কিছুটা পাহাড় এখনো দেখা যায় টিলার মতো রয়েছে। চকবাজার জয় পাহাড়ের চিহ্নও মুছে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গোলপাহাড়ে নিত্য যানজটের ভিড়; ওখানে পাহাড় কই? জিলিপির মতো প্যাঁচালো খাড়া পথ দিয়ে জিলিপি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পুরো চট্টগ্রামকে দেখা যায়। আর এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চট্টগ্রাম নগরের সবচেয়ে উঁচু বাটালী পাহাড়। এর চারপাশে এখন ভাঙন ধরেছে। প্রতিবার বরষায় বাটালীর কিছু না কিছু অংশ ধসে পড়ে।

কয়েকটি রাস্তার সংযোগস্থল টাইগার পাস। রাস্তার দুপাশে উঁচু পাহাড়। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেও এসব পাহাড় গভীর বনজঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেখানে দিনদুপুরে বাঘচলাফেরা করত বলে এর নাম টাইগার পাস।

পার্সিভাল হিল, মোলহিল, দেওয়ানবাড়ি পাহাড়, গোদির পাহাড়ের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মোলহিলের জায়গায় সুউচ্চ ভিআইপি টাওয়ার।

লালখানবাজার মোড় থেকে উত্তর পশ্চিম কোণাকুনি সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী ওয়্যারলেস কলোনি পর্যন্ত বিস্তৃত। গত শতকের তিনদশক পর্যন্ত এখানে গভীর বন ছিল। এখানে বাঘের

name of 'Parir Pahar' or 'Fairy Hill', which letter renamed as 'Kachari Pahar' or 'Court Hill' when the court building was built on it during the British regime. It became the judicial and administrative centre of Chattogram division and district at that time, and the tradition is still continuing on.

The court building standing on the peak of the hill is a historically important structure. But the total area of the hill range has been decreased as the days passed, and the trend is still going on. The name of the northern part of the court hill was the Tempest Hill. During the British period, a Portuguesse mentioned only by his first name Harry was the owner of the hill. Later the Pakistan government seized the hill by an official order, and built the Collector's residence upon it. The hill is now completely vanished. Once upon a time, the office and bungalow of the Civil Surgeon were upon a not so high hill situated at the east of the Tempest Hill and northeast of the Fairy Hill. It is also no more there. One can find the evidences of these hills' existances in the ledgers of land survey or the records of land rights. The connections of these hills with different historical events and administration of the city is mentioned in different books on the history of Chattogram.

Another hill named 'Marcot Saheber Pahar' (the hill of Mr. Marcot) was there lying diagonally at the northeast from Muslim High School to Dargah of Pir Badar Shah. It is also vanished in course of time.

The name of the hill, upon which the General Hospital is situated at present, was 'Rang Mahal Pahar' (the hill of pleasure house) during the Mughal period. It was named so, as it was the place of passing the Mughal imperial officers' leisure times in pleasure and recreation.

A few hills, standing in between the city's Nazir Ahmed Chowdhury Road of Anderkilla, Momin Road and Buddhist Temple Road, were bought by a Chakma king once upon a time. That is why the hills were named as 'Chakma Rajar Pahar' (hills of the Chakma king) or 'Rajar Pahar' (king's hill) in brief. The northern one of these hills is now called as 'DC's Pahar' (DC Hill). The hill is named so, as the present residences of the Divisional Commissioner and the Deputy Commissioner is situated at the top of it. But

বিচরণ ছিল বলেই এই পাহাড়ি এলাকাটির নাম বাঘঘোনা।

খুলশী এলাকাটি গড়ে উঠেছে পাহাড়েই। গরীবুল্লাহ মাজারের পশ্চিমে চারদিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে এক প্রাকৃতিক হ্রদ ছিল। সেটি ডেবানামে চট্টগ্রামে বিখ্যাত। ডেবাটি নিশ্চিহ্ন, আর যে পাহাড়গুলোর কোলে ডেবাটির জন্ম হয়েছিল, সেগুলোও বিলীন হতে হতে এখন নিশ্চিহ্ন ।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তিনদিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়। ভাটিয়ারিতে পাহাড়েরপাদদেশে গড়ে ওঠা গলফ ক্লাবের চারপাশে চোখ জুড়ানো পাহাড়ী সৌন্দর্য।

চট্টগ্রামের পাহাড় নিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনও পরিসংখ্যান না থাকলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ পাহাড়ের উপর গবেষণা করেছেন। প্রফেসর শহীদুল ইসলাম বলেন, শুধু গত বিশ বছরে চট্টগ্রামে ১২০টি পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৬৫ সালে মোগল অভিযানের সঙ্গে এসেছিলেন পর্যটক শিহাবউদ্দিন আহমদ তালিশ। তার ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া বইতে তিনি লিখেছেন, কর্ণফুলীর তীরে পরস্পর সন্নিহিত উচুঁ নিচু পাহাড়। সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে এটা মহাবীর আলেকজান্ডারের দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য।

চট্টগ্রামের দুর্ভেদ্য সেই পাহাড় নেই। শুধু তাদের নামগুলো আজ আছে।প্রয়োজন মানুষ হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কখনো বোঝেনি, পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে তারা নিজেদের উপরই আঘাত করছে।

পাহাড়ের কথা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিছুই করার নেই। হারিয়ে যাওয়া সম্পদ নিয়ে আক্ষেপ করতে গিয়ে বিলাপটা লম্বা করে পাঠকের বিরক্ত উৎপাদনই করলাম।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকাকে চিহ্নিত করে তার এক-একটি বৈশিষ্ট্য। আমাদের চট্টগ্রামকে সেরকম চিহ্নিত করার মতো বৈশিষ্ট্য বা আইকনের সংখ্যা কিন্তু একটি নয়। তার সংখ্যা অনেক। পাহাড় তার মধ্যে একটি। চট্টগ্রাম শহরের আইকনগুলো কী কী? কোনটাকে ফেলে কোনটা রাখি?

কর্ণফুলী? কর্ণফুলীর জলযান সাম্পান? বায়েজীদ বোস্তামি? বদর শাহ? আমানত শাহ? চেরাগী পাহাড়? বাটালী পাহাড়? বন্দর? স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া চট্টগ্রাম বেতার? যুব বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত জালালাবাদ পাহাড়? ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা জব্বারের বলীখেলা? ফয়স লেক? আন্দোলন-সংগ্রামের লালদীঘি? মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হালদা? নাকি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে যাব? আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মাহবুব উল আলম, আবুল ফজল? শ্যাম-শেফালী? দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভুবনজয়ী নোবেল প্রফেসর ইউনূস?

এই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। বর্তমান অনুজ্জ্বল হলে মানুষ অতীতের গৌরব নিয়ে বেশি মাতামাতি করে।

most of the hill's total area is occupied by four nurseries. Besides some narrow walkways are built all over the area so that the citizens can do their morning walks there. Moreover, cultural programmes take place in the open stage of D. C. Hill Park all year round.

Cheragi Pahar (the lamp hill), another important spot of the city, is a hot meeting place of poets, writers, journalists, cultural workers, and group thetre people. Jalalabad Pahar (Jalalabad Hills), a silent witness of the historically renowned Chattogram Youth Revolt, is still standing there in a not so harmed state.

The Chattogram Club was established on the top of Paltan Pahar (Platoon hill) on August 23, 1878. Besides, the Circuit House was also built upon the same hill, close by the club house. Once upon a time, Paltan Pahar was spread upto the Batali Hill in the west. But now it is separated from the hill range by roads and houses built by people.

Though the Directorate of Environment cannot provide us with any statistics on these hills, but they are mentioned and described in many government documents, books of history and records of land rights.

The name of another hill in the city is Deb Pahar (hill of deity) as the temple of a Hindu God or goddess was built on the top of it during the British period. It is now transformed into a residential area in a plain land. A very small part of the hill is still visible like a hillock at the western end of the area.

Another hill-- Joy Pahar (hill of victory) of Chowkbazar-- is also being vanished gradually. Gol Pahar (round hill) is almost invisible, as it is always lost behind serious traffic jams and crowds of people. One can still see the whole of Chattogram by climbing on the peak of the Jilapi Pahar by its narrow winding path. And Batali Hill, the highest peak in the city, is also surviving somehow, though it often becomes victim of serious erosions. A part or more of the hill are eroded every year during the rainy season.

Tiger Pass is the junction of a number of city roads. There are range of hills in the both sides of the roads. These hills were covered with deep forests even during the last half of the 19th century. Tigers roamed in these roads even in

আমরাও কি তাই করছি? তার চেয়ে যা আছে, তাকে রক্ষার কথা বলব? এখন সবচেয়ে জরুরি কোন বিষয়? কর্ণফুলী? জরুরি অনেক কিছু। তবে সবার আগে আসে কর্ণফুলী।

কর্ণফুলী শুধু একটা নদী নয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জনপদের ধমনী। আমাদের জীবনরেখা। তাকে নিয়ে কত কিংবদন্তী, কথকতা, গান আর গল্প। আমাদের জীবনে চলার গতিকে সচল রাখতেই যেন তার পথ চলা। ভারতে মিজোরাম প্রদেশের লুসাই পাহাড়ে জন্ম তার। স্রোতস্বিনী নদীটি জন্মপাহাড় থেকে নেমে ভারতের মেঘালয়-ত্রিপুরা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সমতলে নেমে এসেছে। তারপর যেতে যেতে চট্টগ্রাম নগরের প্রান্তে সাগরের সঙ্গে তার দেখা। দীর্ঘ ১৭০ মাইল দীর্ঘ পথপরিক্রমাশেষে যে মোহনায় বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে এশিয়ার প্রবেশদ্বার- চট্টগ্রাম বন্দর।

সে বহুযুগ আগের কথা। দুই হাজার বছরের অধিককাল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসেবে পরিচিত এই বন্দর দিয়েই পশ্চিমে আরব, আবিসিনিয়া, ইয়েমেন, আসিরিয়া, গ্রিস ও রোম এবং পূর্বে চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলত। লুসাইয়ের নিভৃত কোল থেকে বেরিয়ে এসে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এখানেই কর্ণফুলী বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এর নামকরণও তাই আন্তর্জাতিকভাবে ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। কর্ণফুলীর অববাহিকায় একসময় লবঙ্গ উৎপাদিত হতো। আরব বণিকেরা এই সুগন্ধী মশলা এখান থেকে নিয়ে যেতো। আরবি ভাষায় এই লবঙ্গের নাম 'করনফোল'।

প্রাক ইসলামিক যুগের কবি কবি ইমরুল কায়েসের কবিতায় এখানকার করনফোল নাম পাওয়া গেছে।

নাচিম চ্ সাবা যায়াত রিবায়াল করনফোল
(লবঙ্গের সুবাস ভাসে পূর্বদেশে উপকূলে বাতাসে বাতাসে।)

সেই 'করনফোল' থেকেই কর্ণফুলীর নামকরণ হয়েছে বলেও জনশ্রুতি আছে। তবে কর্ণফুলীর নামকরণে আরও অনেক কিংবদন্তী গল্পকথা প্রচলিত। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কানের ফুল হারানোর গল্পটি। চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে ঢাকা এক পাহাড়ি রাজকন্যা নদীতে নেমে তার কানফুল হারিয়ে ফেলেছে। সেই কানের ফুল হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমাস্পদও তাকে ভুলে যায়। সেই শোকে রাজকন্যা সেখানে প্রাণত্যাগ করে। সেই থেকে এই নদীর নাম কর্ণফুলী। আত্মবিসর্জনের বেদনাবিধুর স্মৃতি বা কল্পগল্প নিয়ে নিরন্তর প্রবহমান এই নদী। চট্টগ্রাম, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে, পাহাড়ে ও সমতলের মূল বাঙালি

broad daylight, and that is why the British rulers named the place as Tiger Pass.

Many other hills like Percivall Hill, Mole Hill, Dewanbari Hill, Godir Pahar etc. have also become completely non-existed. A gigantic highrise named VIP Tower is built in the spot where Mole Hill stood even a few decades ago.

A range of high hills are stretched diagonally at the northwestern side from Lalkhan Bazar to Wireless Colony. The hills were covered with dense forest till the third decade of the last century. The hilly area is named as Baghghona (tiger forest) as the tigers used to roam there.

The Khulsi area of the city is built up in another hilly area. There was a natural lake here at the foot of the hills strewn in the western side of the Mausoleum of Garibullah Shah, a Muslim saint of medieval age. The lake and the hills all around it are completely extinct now.

The Chittagong Cantonment is surrounded in its three sides by branches and sub-branches of hill ranges. One can enjoy eye-soothing beauties of a vast hilly area standing at the Golf Club built at the feet of the hills in Bhatiyari.

Though there are no government statistics on the hills of Chattogram, the Department of Geography of Chittagong University has done some researches on them. Shahidul Islam, a professor of the department, said, at least 120 hills in the city are annihilated within last twenty years.

Shihabuddin Ahmad Talish, a travellar who came to Chattogram along with a Mughal expedition in 1665, wrote in his book Fatoa-e-Ibria: "There are numerous high and low hills on the bank of the river Karnaphuli. As a well-protected castle, it is impregnable as the castle of Alexander."

Those impenetrable ranges of hills are no more in Chattogram. Only the names of some of the hills are surviving yet. Out of need or greed, men are playing the roles of the demolishers of the natural landscape. They have never tried to understand that by destroying the hills, they are actually destroying themselves.

I have made rather a long description of the hills here. What else I could do? It seems, I have

জাতিসত্তার এবং বহু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার গানে, গাথায়, কবিতায়, কাহিনিতে কর্ণফুলীকে পাওয়া যায়। বিশেষ করে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যে কর্ণফুলী এক জনপ্রিয় অনুষঙ্গ। এই নদীটির সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের নিবিড় যোগাযোগের কারণেই তাদের সৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতেও এর ঢেউ এসে লেগেছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সুরস্রষ্টা মলয় ঘোষ দস্তিদারের লেখা একটি গানে এই নদীর উৎপত্তি, এর সঙ্গে মানুষের সংযোগের অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে।

'ছোড ছোড ঢেউ তুলি
লুসাই পাহাড়ত্তুন নামিয়ারে
যারগোই কর্ণফুলী।'

এই গানটি কর্ণফুলীর জন্ম, ইতিহাস, স্বভাব আর মানুষের সঙ্গে তার সংযোগের অনবদ্য এক সুরেলা সৃষ্টি।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের শিল্পী শেফালী ঘোষের গাওয়া একটি গান - 'সাধের কর্ণফুলীরে, সাক্ষী রাখখিলাম তোরে।'

এই আবেগ অকৃত্রিম। কর্ণফুলী তার দুই তীরের মানুষের বিচিত্র জীবনধারা, এখানকার সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুর সাক্ষী। বৃহত্তর চট্টগ্রামে এবং চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে একসময় নৌপথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। এই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমটি ছিল কর্ণফুলী এবং এর উপনদী, শাখানদীগুলো। আর তাই কর্ণফুলীর ঢেউয়ের তালে তালে পাল তুলে সাম্পান চলার কত গান রয়েছে আমাদের লোকগানগুলোতে। এখানকার মানুষের গানে আর প্রাণে কর্ণফুলী সততই সরব। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর জীবন-জীবিকার সঙ্গে কর্ণফুলী জড়িয়ে আছে। অথচ এই প্রাণের উৎসটির জীবন যেন আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। তার গতিপথ আজ যেন রুদ্ধ। কর্ণফুলী এখন অসুস্থ, প্রায় বিপন্ন। এই বিপন্নতা মানুষেরই সৃষ্টি। এর পরিবেশ বলি, যোগাযোগ বলি, এর অফুরান প্রাণিসম্পদ, এর স্রোত আজ সত্যিই বড় বিপদের মুখে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে এর প্রবাহ। গভীরতা যেমন কমছে, তেমনি দখলে-দূষণে সংকীর্ণ হচ্ছে এর আয়তন। নদী আগে মানুষের ভিটেমাটি দখল করতো। এখন স্বার্থান্বেষী মানুষ দখল করছে নদী। মানুষের অমানবিক আচরণ কর্ণফুলীকে বিপদগ্রস্ত করেছে। কর্ণফুলীর পানিতে প্রতিদিন ১৩৩টি কারখানার বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে, সাথে রয়েছে পয় ও গৃহস্থালির বর্জ্য। এই নদী দখল করে গড়ে উঠেছে ২২৮১টি স্থাপনা। এই কারণে দিনদিন প্রাণীবৈচিত্র্য কমছে কর্ণফুলী-তে। ছোটবেলায় আমরা কর্ণফুলীতে শুশুকের ডুবসাঁতার দেখতাম। এখন দেখাই যায় না।

সভ্য মানুষের প্রায় সকল আচরণ নদীটির গতির প্রতিকূলে অবস্থান নিয়েছে। এর জলের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে বিষ।

incited the reader's anoyance by writing so much.

Different places of the world are marked by its one or another feature. But more than one features are there to identify Chattogram. What are those features? Besides the hills, the features of Chattogram include the river Karnaphuli, its water vessel sampan, dargahs of saints like Bayezid Bostami, Badar Shah or Amanat Shah, Cheragi Hill, Batali Hill, the sea-port, and many others. There is the Radio Chattogram, from where the declaration of the country's independence was transmitted for the first time in 1971. Thre is the Jalalabad Hill bathed with the memories of the great Youth Revolution of Chattogram. There is Jabbar's Balikhela (Jabbar's wrestling competition) bearing the memories of a great role it played once as an inspirationin the movement against the British colonial regime. There is Foy's Lake, the beautiful artificial lake created in a hilly terrain. There is Laldighi Moydan, the birthplace of many historical uprisings and movements. There is the river Halda, the unique natural breeding place of sweet water fishes. If we look towards the fields of art, literature and culture, there are Abdul Karim Sahitya Bisharad, Mahbubul Alam, Abul Fazal, Shyamsundar Baishnab and Shefali Ghosh, Professor Mohammad Yunus the Nobel Laureate... the list of the names will become longer and longer. People tend to be too much proud of the past when the present is rather lack-lustre. Are we doing the same? Won't it be better to talk about the preservation of the assets which are still existing? Preservation of which thing is a must now? The Karnaphuli? Many things are there to be marked as musts. But the Karnafuli is at the top of the list of priorities.

Karnaphuli is not only a river but the artery of human settlements in southeastern part of Bangladesh. The river is our lifeline. There are so many myths, legends, stories and songs on the river! It moves as if to maintain and continue our life movements. The river is born in the Lusai Hills of the northeast Indian state of Mizoram. Coming down from the Lusai, it has flowed through Meghalaya and Tripura states of India and the hilly region of Chattogram Hill Tracts before coming down to the plains of Chattogram. Then at last it meets the sea at the western end of the city. Chattogram Port, the gateway of Asia, is

একটা নদীকে ঘিরে যতটা সম্ভাবনা থাকে তার সবটুকু ধ্বংস করতে যেন আমরা উঠে পড়ে লেগেছি। হাজার বছর ধরে কর্ণফুলীর স্তন্যে লালিত হয়েছে এই ভুখণ্ড। শুধু দিয়েছে। এখন যেন তার যা কিছু ছিল সব দিয়ে সে নিঃস্ব হতে চলেছে।

মানুষের সভ্যতা তো নদীরই দয়িতা। সেই নদী যদি মানুষেরই উচ্ছিষ্ট বইতে বইতে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তাকে সুস্থ করার দায় মানুষের কাঁধে বর্তায়। আমরা সভ্য মানুষেরা যে সভ্যতায় বেঁচে আছি, সে সভ্যতার জন্ম যদি নদীর করুণাধারায় হয়ে থাকে তবে সে নদীকে আমাদেরকেই বাঁচাতে হবে। সেই দায় আমাদের নিতে হবে।

চট্টগ্রাম বলতে যেসব নাম উঠে আসে বা উঠে আসতো সেরকম নামের আর জন্ম হচ্ছে না। মিটিমিটি করে জ্বলা কিছু নাম দশকে দশকে আসছে। খেলাধুলা, সাহিত্য, সংগীত, রাজনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে। সেসবের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে হবে। ফিরিয়ে দাও সে অরণ্য, সেই ঐতিহ্য বলে বলে চিৎকার করলে সেটা পাব না। এখন যা আছে তাকে ধরে রাখতে হবে। আমাদের চট্টগ্রামকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায় আমাদের। নইলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক

built at the confluence, where the Karnaphuli after crossing a long distance of 170 miles meets the Bay of Bengal.

Chattogram was known for long two thousand years as one of the best ports of Asia. It was a main stoppage in the sea-route of international trade and commerce between China to the east and Arabia, Abisinia, Yemen, Greece and Roam to the west. The Karnaphuli has been acting the role of a lifeline of world trade for centuries. It is in this perspective that the Karnaphuli is different from other rivers.

That's why many historians believe that the naming of Chattogram also is done internationally. Once upon a time, cloves were cultivated along the river basin of the Karnaphuli. Arab traders would buy and load their ships with cloves and other aromatic spices from the port of Chattogram. Cloves are called 'kornfol' in Arabic. One can find the word 'kornfol' in the poems of Imrul Kayes, a famous Arabian poet of pre-Islamic era. He wrote:

'Nachin cha saba jayat riboyal kornphul'...'
(Fragrance of cloves floats in the air of eastern lands)

Many scholars think that the name of the river Karnaphuli is derived from 'kornfol', the Arabic word for clove.

There are many legends and hearsays on the naming of the Karnaphuli. Among them, the most interesting and popular one is that of a tribal princess who lost her 'kanphul' or 'karnaphul' (earring) while she was taking bath in the water of the river. Her fiancé forget her immediately after she had lost her earring. In deep grief, she committed suicide in the river water. Since than the river has been named as the Karnafuli or 'the river of earring'.

The river is flowing constantly, bearing this painful story of a tragic love and self-sacrifice. The Karnaphuli is depicted vividly in many legends and songs of the small ethnic groups living in hilly forest areas and the Bengali people of the plain land. The river is closely associated especially with the literature created in the colloquial Bengali of Chattogram. The waves of the Karnaphuli has touched the literary and cultural arena of the people of Chattogram as the

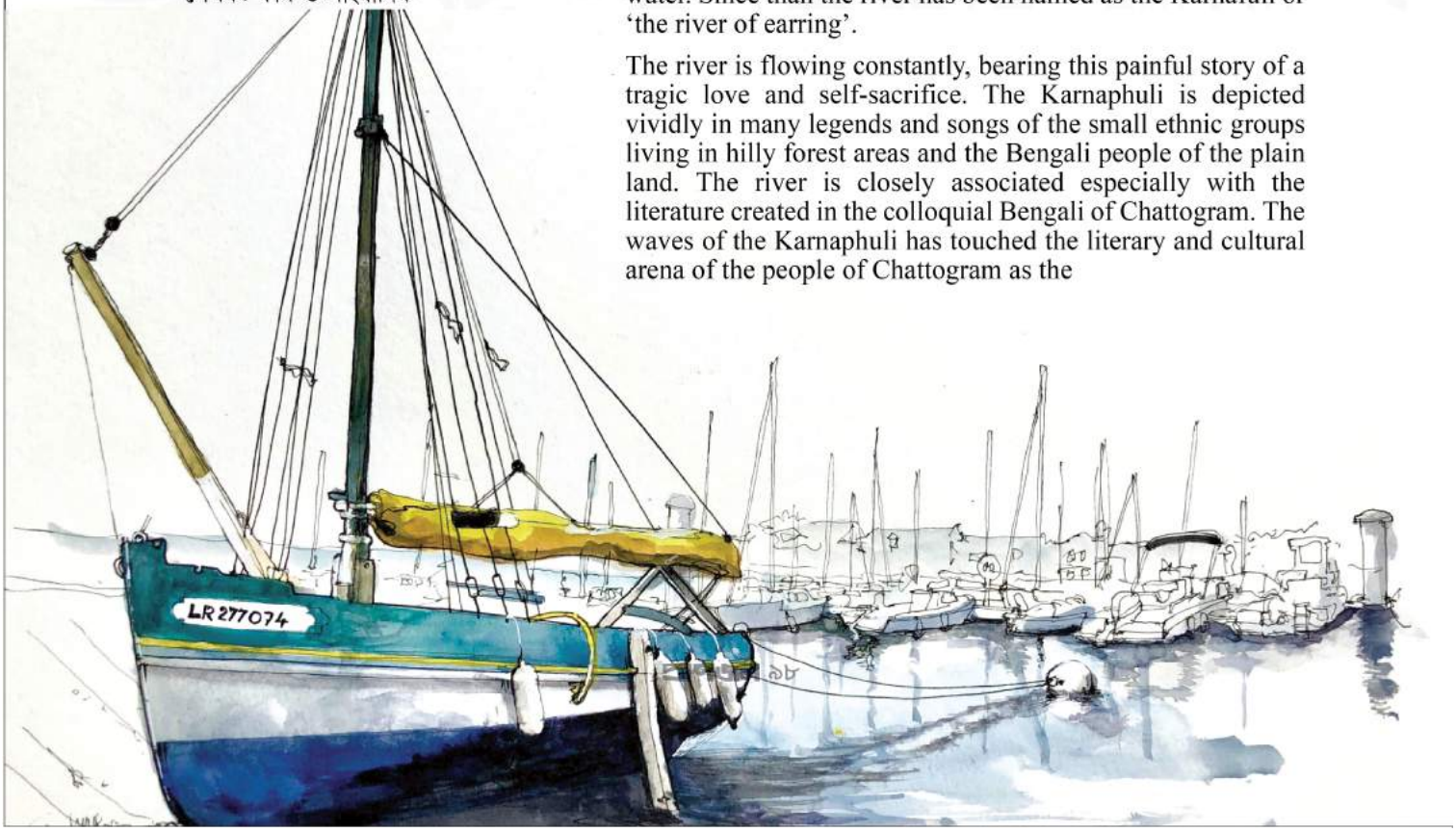

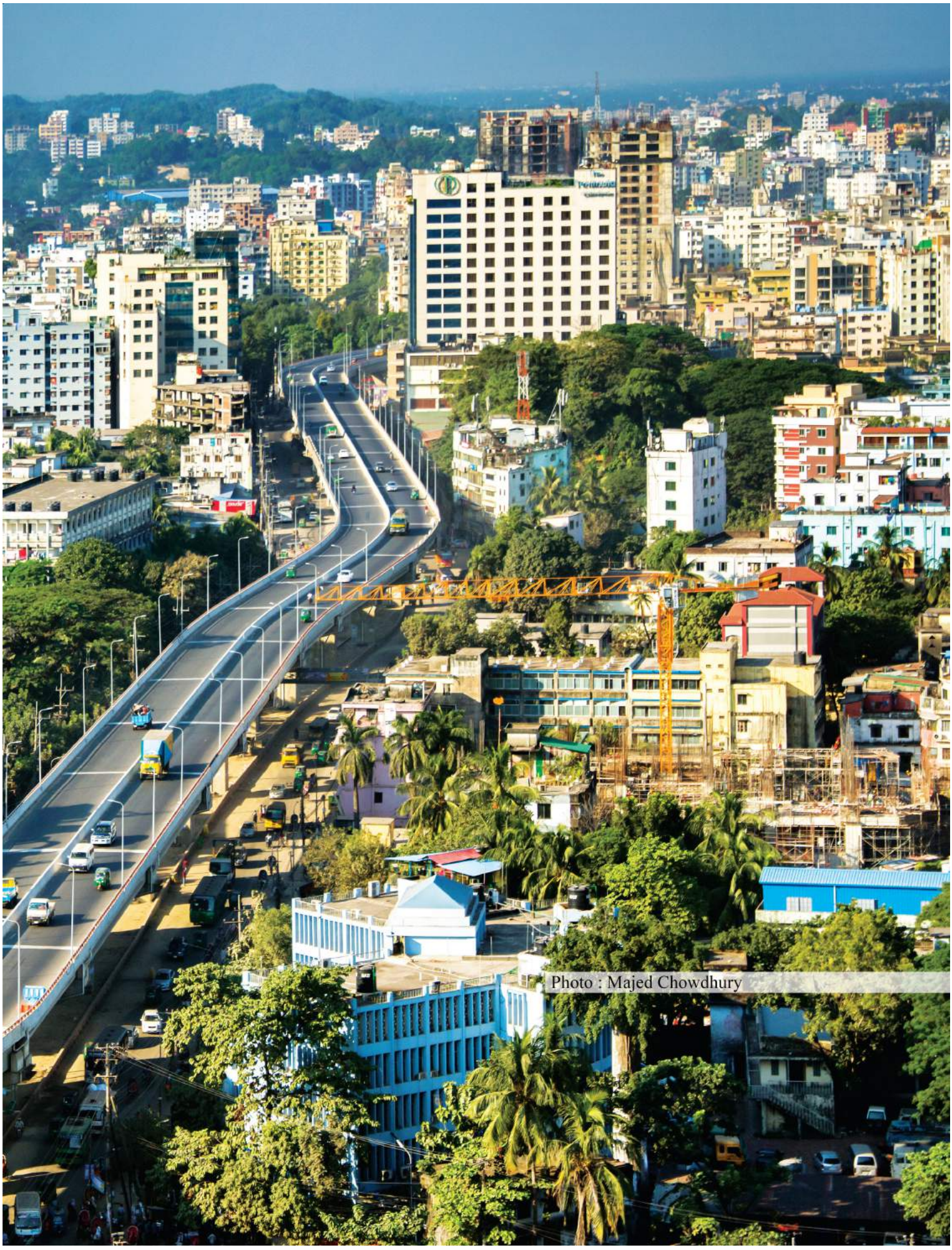

Photo : Majed Chowdhury

river has a close association with their living and lifestyle. The birth of the river and its association with the people is depicted beautifully in the following lyric of a song written, composed and sung by Malay Ghosh Dastidar, an old maestro of the songs in colloquial language of Chattogram:

"Chhodo chhodo dheu tuli (re O bhai)
Chhodo chhodo dheu tuli
Lusai pahar ortun namiy are
jargoi Karnaphuli..."

[Coming down the Lusai Hill
Creating small waves
Flows forward the river Karnaphuli...]

The lyric of another song sung by Shefali Ghosh, a noted singer of 'Chatgnaiyagaan' or Chattogramian songs, is as the following:

"Sadher Karnaphuli re,
Sakkhi rakhilam tore..."

[O my Karnaphuli dear,
I keep you as my witness...]

Inartificial are the emotions injected into this type of songs. Truly, the Karnaphuli is an eye- witness of everything including lifestyles, cultures, communications, agriculture, trades and commerce of the people who live in both the sides of the river. Once upon a time in this region, there was no substitute of the waterway comprised mainly of the Karnaphuli and its tributaries. And that's why there are so much Chattogramian songs that tell us how a 'sampan' (a local water vessel) moves forward raising its sail and dancing on waves of the river Karnaphuli. The Karnaphuli is ever-present in the songs and hearts of the Chattagramian people.

The Karnaphuli is connected very closely with sorrow and happiness, joy and pain, lives and livelihoods of the people of Chattogram. It is their main lifeline, but somehow it is becoming choked day by day. The river is now rather sick and endangered, and it's none but men who are responsible for it. The river's flow of current, animal resources, communication, and overall environment is truly endangered at the moment. Its depth is decreasing and basin is becoming narrower day by day because of siltation and illegal possesions. A river used to devour houses and lands of men beforehand, but now the self-centred people are devouring the river. Inhuman and anti-nature behaviour of the man endangering the Karnaphuli. The wastes from 133 factories, as well as the household and sewerage wastes are being added with the river water. 2,281 instalations are built by occupying land plots from the river illegally. That's why the diversity of fauna are decresing in the river day by day. We used to see sweet water dolphins in the river during our childhood. But they are seen no more now a days.

Almost all the activities of men have gone against the existence of the river. Poisons of pollution are being mixed with its water indiscriminately. As if we are trying our best to destroy a stream of numerous prospects. This terrain is nurtured by the breast-milk of mother Karnaphuli. The river is always a giver. Now it itself is in a miserable state after donating everything it has.

The human civilization is the daughter of the river. If the river become sick by bearing the wastes of men, than it's the responsibility of none others but the men to cure it. If the civilization is born by the grace of rivers, then we have to save the rivers. We have to take the responsibility.

Such new names are not being created anymore like the old ones which we usually associate with Chattogram. Some mediocre names are becoming prominent decade-wise in different fields like literature, music, politics, sports etc. The brightness of those stars should be enhanced more. We won't be saved if we shout simply—'Give us back the forest, the tradition!' We have to hold on what we already have. It's our responsibility to save Chattogram from its moribund state. Otherwise the history would not pardon us.

Author: Poet & Journalist
Translated by Jyotirmoy Nandy

পানি: তাকেই জীবন বলে মানি

জ্যোতির্ময় নন্দী

আধুনিক মানুষ আমাদের সৌরজগতে বা ছায়াপথে বা তার বাইরে মহাকাশে এ পর্যন্ত যত গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর মধ্যে একটিমাত্র গ্রহকেই সত্যিকার অর্থে 'জলের গ্রহ' বা 'প্ল্যানেট অব ওয়াটার' বলা যায়, যার নাম 'পৃথিবী'। আর কোনো গ্রহে-উপগ্রহে আজ পর্যন্ত কোনো পানির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সেসব গ্রহে-উপগ্রহে জল নেই, তাই জীবনও নেই। বীজাণু-জীবাণু থেকে শুরু করে উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ সবার জন্যেই জলই জীবনের মৌল সত্য। এজন্যেই জলের অপর নাম জীবন। বিনাশ জলে-স্থলে-আকাশে যেখানেই হোক, জীবনের উৎপত্তি অবশ্যই জল থেকেই। মাতৃজঠরেও আমাদের ভ্রূণ জঠরনিঃসৃত জলেই ভাসমান থাকে।

এখন পৃথিবীর তিনভাগ জল, মাত্র একভাগ স্থল। সুদূর অতীতে পুরো পৃথিবীই জলময় ছিলো। পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডকেন্দ্রিক এবং সূর্যকেন্দ্রিক- এ দুই ঘূর্ণনের ফলে দুগ্ধমন্থনে মাখন ওঠার মতো কালক্রমে বেরিয়ে এসেছে এ গ্রহের স্থলভাগ। কাজেই শুধু উদ্ভিদ-প্রাণী নয়, তাদের প্রধান ধারণস্থল পৃথিবীর স্থলভাগও সৃষ্টি হয়েছে এই জল থেকেই।

REGARDING WATER REGARDING LIFE

Jyotirmoy Nandy

Of the many planets and satellites that modern humans have ever discovered in our solar system or in the galaxy or beyond, only one planet can truly be called the 'Planet of Water'. To date, no water mark has been found on any other satellite. There is no water in those planets, so there is no life. Water is the fundamental truth for all plants, animals, people, and even for the germs and viruses. That's why water is another name for life. Death can occur in the water, in the land, in the sky - wherever it is, but life must originate from water. Even in the mother's womb our embryos also float in the uterine fluid.

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শারীরিক ওজনের ৬০ শতাংশ এবং নারীর ৫৫ শতাংশই পানি। সাধারণভাবে, একটি শিশুর শরীরের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের গড়পরতা ৪৫ শতাংশ পানি দিয়ে গঠিত।

প্রাচীন যত সভ্যতার কথা আমরা জানি, সবই গড়ে উঠেছে কোনো না কোনো নদী, অর্থাৎ জলধারাকে কেন্দ্র করে। যেমন-- সিন্ধু সভ্যতায় সিন্ধু, মেসোপটেমীয় সভ্যতায় দজলা-ফোরাত (টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস), মিশরীয় সভ্যতায় নীল, রোমান সভ্যতায় তিবের, চিনা সভ্যতায় ইয়াং সিকিয়াং আর হোয়াংহো। হাজার হাজার বছর আগেকার সিন্ধুতীরের হরপ্পা-মহেনজোদারো, গঙ্গাতীরের কাশী-বারাণসী, তিবের নদীর তীরের রোম নগরী থেকে শুরু করে আজকের টেমসতীরের লন্ডন, সঁ নদীর তীরের পারি, ভল্গাতীরের মস্কো, যমুনাতীরের দিল্লি, ভাগিরথীতীরের কোলকাতা, বুড়িগঙ্গাতীরের ঢাকা, কর্ণফুলিতীরে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মতো নদীতীরেই নগর প্রতিষ্ঠার ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে। নদীতীরে গ্রাম বা নগর গড়ে তোলার পেছনে প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যটা অবশ্যই ছিলো পানীয় ও ব্যবহার্য জল পাওয়া নিশ্চিত করা। কালক্রমে এ নদী তাদের স্থানান্তরে যাতায়াতকে সহজ সুগম করেছে। একসময় পণ্যের পরিবহন ও বিপণনে, সামরিক অভিযানে, সভ্যতার ক্রমপ্রসারেও নদী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

যে-ধরনের জনবসতিকে 'নগর' বলা চলে, তার সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন হিসেবে পুরাতাত্ত্বিকরা জেরিকো (বর্তমানে ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত)'র কথা বলে থাকেন। প্রায় দশ হাজার বছরের প্রাচীন এ শহর গড়ে উঠেছিলো জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে। এ ছাড়াও শহরটিতে পানির উৎস হিসেবে ছিলো অনেক পাহাড়ি ঝর্ণা, হ্রদ প্রভৃতি। মিশরে কুয়োর, এবং মেসোপটেমিয়ায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ও সরবরাহের জন্যে তৈরি পাথরের নালীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষের সিন্ধু-গুজরাট অঞ্চলের সিন্ধু এবং অধুনালুপ্ত সরস্বতী-- এ দুটি নদীর অববাহিকা জুড়ে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতা চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন বলে মনে করেন পুরাতত্ত্ববিদরা। কিন্তু সাম্প্রতিকতম কিছু গবেষণার ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, এ সভ্যতা আরো অনেক বেশি প্রাচীন। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশে মাটি খুঁড়ে পুরাতত্ত্ববিদরা হরপ্পা ও মহেনজোদারো নামে যে-দুটো প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলো পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সর্বোপরি পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেখলে অবাক হতে হয়। এ দুই শহরে পাওয়া গেছে শয়ে শয়ে কুয়ো, পানি সরবরাহের জন্যে মাটির তৈরি পাইপ, গণশৌচাগার ও গোসলখানা। এসব স্নানাগারে গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থাও ছিলো।

Fresh water is necessary for the survival of all living organisms on Earth. Our bodies are made up of about 60% water and we cannot survive more than a few days without it.

Water is a precious substance that meets our physical needs while at the same time being of great spiritual importance to many people. Water is also an integral part of many ecosystems that support us and a myriad of other species.

In our bodies it is the most abundant molecule present. As a solvent it allows the transport of vital materials such as foodstuffs and oxygen into and within cells, and the export of waste products such as ammonia and carbon dioxide from cells.

Water is absolutely essential for all forms of life. We experience this every day when we become thirsty. Why do we need so much water? Simply because our bodies consist of approximately 75% water. If we do not drink enough water we may dehydrate. When you dehydrate it means that you have lost more water from the cells that build your muscles, than has been replaced. That is a very dangerous situation, because irreversible damage may be done to your body, and if you lose too much water you will die.

70 percent of our planet earth is water. All forms of life on Earth have always been dependent on water for survival, and today water holds the key to survival in the future too. When Neil Armstrong landed on the moon in 1969 he described Planet Earth as "a shining blue pearl spinning in space". The blue colour is, in fact, the water that is present on Earth and the atmosphere.

Approximately 97% of all water is found in the sea which covers about 70% of the Earth's surface. The seawater contains a large amount of salt in solution, which means that it cannot be used as it is. Only the remaining 3% is fresh water. Of this 3%, less than 1% is available for life on Earth, whilst the rest is in the form of ice at the poles, within the Earth's crust as groundwater, and in the atmosphere as water vapour. This means that very little fresh water is available on Earth in a form that can readily be used for human consumption.

The history of water supply and sanitation is one of a logistical challenge to provide clean water

উপরের উদাহরণগুলো সব এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত বিভিন্ন সভ্যতা থেকে নেয়া। পক্ষান্তরে ইউরোপ মহাদেশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, শৌচাগার ও স্নানাগার নির্মাণ প্রভৃতির সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন দেখা যায় গ্রিসের ক্রিট শহরে। এগুলোর বয়সও চার হাজার বছরের বেশি।

সভ্যতার ইতিহাসের একেবারে গোড়া থেকেই দেখা যায়, মানুষ বুঝতে পারছে কিংবা চেষ্টা করছে, তাদের জীবনে ভূগর্ভস্থ পানি, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ঝরনা এবং কুয়োর পানি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরাপদ। সেকালে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা হতো আদি কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। তারা বুঝতে পেরেছিলো, কুয়ো আর শৌচ ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত অনেক সমস্যা এড়ানো যায়।

জল বহু রকমের হতে পারে। তবে আমরা এখানে মূলত পানীয় জল বা খাওয়ার পানি সম্পর্কেই কথা বলবো।পানীয় জল বা খাওয়ার পানি বলতে আমরা বুঝি, যে-পানি পান করা এবং খাদ্য প্রস্তুতির জন্যে নিরাপদ। নির্দিষ্ট বায়ুচাপ, পুষ্টি এবং সৌরশক্তির পাশাপাশি তরল পানিও বেঁচে থাকার জন্যে অত্যাবশ্যক। কিন্তু সে-পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হলে তা প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে সাধারণ্যে সরবরাহকৃত কলের পানি বিশুদ্ধ পানীয় জলের মানসম্মত। অথচ তারপরও সেসব দেশে খাওয়া বা রান্নার কাজে এ পানি খুব কমই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ধোয়াপাখলা, গোসল, শৌচকর্ম এবং সেচকাজেই এ পানি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব দেশে গ্রেওয়াটার বা ঘোলাপানিও সরবরাহ করা হয়, যার ব্যবহার দেখা যায় শুধু শৌচকর্ম ও সেচকাজে। বিষাক্ততার মাত্রা বা মিশে থাকা কঠিন পদার্থের পরিমাণের কারণেও পানি গ্রহণের অনুপযোগী হতে পারে।

পরিসংখ্যানমতে, বিশ্বের মোটামুটি ৯০ শতাংশ লোক পানের উপযোগী পানির উৎস পায়, যাকে বলা হয় উন্নত পানির উৎস (improved water source)। আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চলে পানযোগ্য পানি পায় সেখানকার মোট জনসংখ্যার চল্লিশ থেকে আশি শতাংশ। সারা বিশ্বে কলের পানি পায় ৪২০ কোটি লোক। আরো ২৪০ কোটি পায় কুয়ো বা পাবলিক কল ব্যবহারের সুবিধা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মনে করে, নিরাপদ খাবার পানি পাওয়াটা মানুষের মৌলিক অধিকার। অথচ তারপরও বিশ্বের একশ থেকে দুশ কোটি লোক আজও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। শুধু দূষিত পানি পানের কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে সপ্তাহে তিরিশ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। ২০১০ সালে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছিলেন, যুদ্ধে যত-না মানুষ মরে, তার চেয়েও বেশি মরে অনিরাপদ পানি খেয়ে।

and sanitation systems since the dawn of civilization. Where water resources, infrastructure or sanitation systems were insufficient, diseases spread and people fell sick or died prematurely.

Major human settlements could initially develop only where fresh surface water was plentiful, such as near rivers or natural springs. Throughout history, people have devised systems to make getting water into their communities and households and disposing (and later also treating) wastewater more conveniently.

The historical focus of sewage treatment was on the conveyance of raw sewage to a natural body of water, e.g. a river or ocean, where it would be diluted and dissipated. Early human habitations were often built next to water sources. Rivers would often serve as a crude form of natural sewage disposal.

Over the millennia, technology has dramatically increased the distances across which water can be relocated. Furthermore, treatment processes to purify drinking water and to treat wastewater have been improved.

During the Neolithic era, humans dug the first permanent water wells, from where vessels could be filled and carried by hand. Wells dug around 6500 BC have been found in the Jezreel Valley. The size of human settlements was largely dependent on nearby available water.

A primitive indoor, tree bark lined, two-channel, stone, fresh and wastewater system appears to have featured in the houses of in Skara Brae, from around 3000 BCE, along with a cell-like enclave in a number of houses, that it has been suggested may have functioned as an early indoor toilet.

The Indus Valley Civilization in Asia shows early evidence of public water supply and sanitation. The system the Indus developed and managed included a number of advanced features. A typical example is the Indus city of Lothal (c. 2350 BCE). In Lothal all houses had their own private toilet which was connected to a covered sewer network constructed of brickwork held together with a gypsum-based mortar that emptied either into the surrounding water bodies or alternatively into cesspits, the latter of which were regularly emptied and cleaned. Also, the Maya had plumbing with pressurized water.

প্রতিবেদন ২০১৭ অনুযায়ী নিরাপদ পানীয় জল হলো সেই পানি যা জীবনভর পানে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই বা জীবনের কোনো পর্যায়ে কোনো রকমের সংবেদনশীলতার সৃষ্টি করে না। 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানীয় জল সরবরাহ' (safely managed drinking water service) বলতে বোঝায় 'নিজের ঘরে বা প্রাঙ্গণে প্রয়োজনমতো এবং দূষণমুক্ত পানির ব্যবস্থা'। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষ কম-বেশি এ সেবা পায়।

পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ইউনিসেফ ও হু'র যৌথ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি (Joint Monitoring ProgrammeevJMP) বিগত ২০০২ সালে 'পানির উন্নত উৎস' ('improved water source') এবং 'পানির অনুন্নত উৎস' ('unimproved water source')-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী পানির উন্নত উৎস বলতে বোঝায় ব্যবহারকরীদের বাড়ি বাড়ি পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা পানি এবং পানীয় জলের অন্যান্য উন্নত উৎস (যেমন-- বারোয়ারি কল বা পাবলিক ট্যাপ, নলকূপ, সংরক্ষিত কুয়ো ও ঝরনা, সংগৃহীত বৃষ্টির পানি ইত্যাদি)। বিশ্বে প্রয়োজনের সময় কতজন পানি পায় (৫৮০ কোটি মানুষ), কতজন বাড়িতে বা প্রাঙ্গণে বসানো কলে পানি পায় (৫৪০ কোটি মানুষ), কতজন সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত পানি পায় (৫৪০ কোটি), এবং কতজন 'যাওয়া-আসায় ৩০ মিনিট লাগবে এমন দূরত্বের মধ্যে পানি পায়', জেএমপি এসব বিষয়ও পর্যবেক্ষণ করে। সুরক্ষিত কলের পানির মতো উন্নত উৎসগুলো থেকে পাওয়া সব পানি নিরাপদ আর পর্যাপ্ত পরিমাণে হবে এমনটা ধরে নেয়া হয়,যেহেতু এগুলো মানুষের মলমূত্র প্রভৃতি কোনো দূষিত জিনিসের সংস্পর্শে আসে না। কিন্তু বাস্তবে সবসময় ঠিক তেমনটা ঘটে না। ২০১৪'র এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, উন্নত উৎস থেকে পাওয়া পানির প্রায় ২৫ শতাংশেই বিভিন্ন মাত্রার দূষণ রয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে শুধু ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে সর্বজনীনভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা প্রায় পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে।

১৯৯০-এ পানযোগ্য পানি ছিলো বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৭৬ শতাংশের নাগালে। এ সময়ে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকার নিম্ন-সাহারা অঞ্চলে নিরাপদ পানি পায় এমন লোকের সংখ্যা ছিলো ৭০ শতাংশেরও নিচে। এ হার সবচেয়ে কম ছিলো নিম্ন-সাহারা অঞ্চলে, যেখানে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ মানুষ ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ পানি পেতো। ২০১৫'র দিকে সংখ্যাটা বেড়ে ৯১ শতাংশে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ৮৯ শতাংশ সত্যিকারের 'উন্নত উৎস' থেকে পানি পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে ৪২০ কোটির মতো মানুষ বাড়ির কলের এবং আরো

The urban areas of the Indus Valley civilization included public and private baths. Sewage was disposed through underground drains built with precisely laid bricks, and a sophisticated water management system with numerous reservoirs was established. In the drainage systems, drains from houses were connected to wider public drains. Many of the buildings at Mohenjo-daro had two or more stories. Water from the roof and upper storey bathrooms was carried through enclosed terracotta pipes or open chutes that emptied out onto the street drains.

The earliest evidence of urban sanitation was seen in Harappa, Mohenjo-daro, and the recently discovered Rakhigarhi of Indus Valley civilization. This urban plan included the world's first urban sanitation systems. Within the city, individual homes or groups of homes obtained water from wells. From a room that appears to have been set aside for bathing, waste water was directed to covered drains, which lined the major streets.

Devices such as shadoofs were used to lift water to ground level. Ruins from the Indus Valley Civilization like Mohenjo-daro in Pakistan and Dholavira in Gujarat in India had settlements with some of the ancient world's most sophisticated sewage systems. They included drainage channels, rainwater harvesting, and street ducts.

Stepwells have mainly been used in the Indian subcontinent.

Wastewater reuse is an ancient practice, which has been applied since the dawn of human history, and is connected to the development of sanitation provision. Reuse of untreated municipal wastewater has been practiced for many centuries with the objective of diverting human waste outside of urban settlements. Likewise, land application of domestic wastewater is an old and common practice, which has gone through different stages of development.

Domestic wastewater was used for irrigation by prehistoric civilizations (e.g. Mesopotamian, Indus valley, and Minoan) since the Bronze Age (ca. 3200-1100 BC). Thereafter, wastewater was used for disposal, irrigation, and fertilization

২৪০ কোটি বারোয়ারি কল বা কুয়োর পানি ব্যবহার করে।

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেয়েছে, উন্নত উৎস থেকে পাওয়া পানির প্রায় ২৫ শতাংশই মলমূত্রাদির দূষণযুক্ত। বিশ্বে এখনও প্রায় ১৮০ কোটি মানুষ এমন অনিরাপদ উৎস থেকে পাওয়া পানি খেতে বাধ্য হয়, যার ফলে তারা পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ, কলেরা, টাইফয়েড ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটা বড় লক্ষ্য হলো নিরাপদ পানির উৎসগুলোকে আরো উন্নত করা এবং পানিবাহিত রোগ নির্মূল করা। উন্নত-উন্নয়নশীল নির্বিশেষে বিশ্বের সব দেশেই জনসাধারণের পানযোগ্য বোতলজাত পানি বিক্রি করা হয়।

জাতিসংঘ নির্ধারিত 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো'র একটিতে 'টেকসই পরিবেশ'-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ছবিটা একটু অন্যরকম। ২০০৪-এ সারা বিশ্বের গ্রামীণ এলাকার মাত্র ৪২ শতাংশ লোক পরিষ্কার পানি পেতো। 'সামাজিক-প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসমূহের মাধ্যমে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রীকরণ' (Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations) প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র পল্লী এলাকাগুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হচ্ছে, প্রতি ঘনমিটার পানীয় জলের দাম সাড়ে ছয় ডলার থেকে কমিয়ে মাত্র এক ডলার করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর একটা হলো পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত (MDG 7, Target 7c)। এটাতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো "২০১৫'র মধ্যে নিরাপদ পানি ও মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগহীন মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার"। লক্ষ্যটা বাস্তবায়নের ভার দেয়া হয় হু ও ইউনিসেফের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত যৌথ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি জেএমপিকে।

পানির উন্নত উৎসের এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর আগে ২০১০ সালেই পূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৯০-এ যতজন পেতো, ২০১০-এ এসে তার চেয়ে আরো অন্তত ২০০ কোটি বেশি লোক উন্নত পানীয় জল পেতে শুরু করে। কিন্তু কাজ তখনও শেষ হয় নি। বিশ্বের প্রায় ৭৮ কোটি মানুষ আজও পানীয় জলের অনুন্নত উৎস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়াও আরো অনেক লোক খাওয়ার জন্যে নিরাপদ পানি পায় না। তা ছাড়া হিসেব করে দেখা গছে যে, 'উন্নত' বলে পরিচিত উৎসগুলোর মধ্যেও অন্তত ২৫ শতাংশে মলমূত্রাদির দূষণ আছে। সারা পৃথিবীতে অন্ত ১৮০ কোটি লোক এমন সব উৎস থেকে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করে, যেগুলো দূষণাক্রান্ত। এসব উৎসের পানির মান সময় বা ঋতুভেদে

purposes by Hellenic civilizations and later by Romans in areas surrounding cities (e.g. Athens and Rome).[9] Moreover, in China, use of human excreta for fertilizing agricultural crops has been practiced since ancient

Following the age-old custom around the world, the city of Chattogram is also built on the bank of a river named Karnafuli. Besides, it is placed at the confluence of the river with the Bay of Bengal. It is a town full of hills and hillocks, though those are being or already abolished by men drastically with the advancement of time. Numerous falls and springs came down from these hills, which were a great source of water to the city dwellers. During British and Mughal reign, or from even before that period, these springs were made walled like an well, so that people could use them more comfortably. A few of such springs could be seen even before few decades. But now they are vanished almost completely.

There were also numerous ponds and tanks in the city, which were used widely by the inhabitants. There were so many ponds and tanks in the city that it could easily be called as 'the city of tanks', like Dhaka is called as 'the city of mosques' for the abundant of mosques there. Almost ninety-eight percent of these ponds and tanks are no more now. Numerous buildings, apartment houses, markets etc. are built there where once upon were existence of some tanks or ponds. A number of large tanks still exist, namely--Laldighi, Askar Dighi, Baluar Dighi, Bheluar-Dighi etc. But almost all of them are now in a miserable state. Their waters are heavily dirty and polluted. Some of the large tanks are completely vanished. The buildings of a private hospital and two community centres are standing now proudly, where there only a few years ago was a sprawling sparkling tank named Kamaldaha.

Nawab Askar Khan, the viceroy of Delhi's Mughal emperor in Chittagong, dug the AskarDighi tank with an area of four acres, to fulfill his army's need of water. The eye-catching view of the tank at the foot of hills could be seen even a few years ago. Now it is suffocated amid shops, human dwellings and other installations and completely disappeared from passers-bye's views. Its water is very much dirty and highly

বদলায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে এসব উৎসের পানি আরো খারাপ হয়ে যায়।

এ অবস্থায় সকলের জন্যে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে গেলে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বৈষম্য ও অসমতা এবং দারিদ্র্য দূর করতে হবে; আফ্রিকার উপ-সাহারা অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটাতে হবে; বিশ্বব্যাপী পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আরো উন্নত করতে হবে; এবং সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ পানি সংস্থানের ক্ষেত্রে এমডিজি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে আরো সামনে তাকাতে হবে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals, SDG)'র একটি হলো 'ওয়াশ' বা WASH (Water, Sanitation, Hygiene) কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হলো সকলের জন্যে নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, এবং বাসস্থল নয় এমন সব প্রতিষ্ঠান, যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কর্মস্থল প্রভৃতিতে এসবের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অবধারণ করা।

বেশকিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বিশ্বের সবচেয়ে গরিব দেশগুলোতে নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ওয়াটারএইড ইন্টান্যাশনাল (WaterAid International)। নেপাল, ভারত, তানজানিয়া, ঘানাসহ মোট ২৬টি দেশে সংস্থাটি দীর্ঘমেয়াদি ও নির্ভরযোগ্যভাবে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেসব দেশের মানুষের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নত করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে নিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে জনসাধরণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যেও কাজ করে যাচ্ছে ওয়াটারএইড।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ভারত তথা এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে পুরাকালে সবচেয়ে অগ্রণী ও উন্নত অবস্থানে ছিলো সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলো। এ ক্ষেত্রে এসব শহরে এমন সব উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পরিচালনা করা হতো, যেগুলোকে আজকের নগরের পক্ষেও আধুনিক বলা যেতে পারে। আফগানিস্তান থেকে বর্তমান পাকিস্তান হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত সিন্ধু ও অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার অববাহিকা জুড়ে গড়ে ওঠা এ সভ্যতার হাজারখানেক শহরের কথা জানা গেছে, যেগুলোর মধ্যে থেকে হাতে গোনা কয়েকটিকেই শুধু পুরাতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে বের করে আনা হয়েছে।

তাম্রযুগের, অর্থাৎ নগর সভ্যতার উষাকালে, কেমন ছিলো সর্বসাধারণের জন্যে পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন

polluted, and also covered by water hyacinths. More or less, this is the situation in cases of all the existing ponds and tanks.

The headquarter of the then Assam Bengal Railway was established in Chattogram during the British colonial rule in the undivided Indian subcontinent. Centering this, a large colony of railway employees came to existence in the Pahartali area of the city. To serve them with usable water, a railway engineer named Mr. Foy created an artificial lake there by restricting the flow of a hill spring. The lake was named after the engineer as the Foy's Lake. It is the only waterbody in Chittagong which is still existing in a considerably pure unpolluted state, as it was not open for commoners' use from the very beginning. At present, the lake and the adjoining area are being used as a centre of tourism and entertainment.

In the past, usable water resources for the city dwellers were made in different ways as mentioned above. When the Chittagong Municipality was established in 1863, and since then it became their responsibility to provide drinking water to the citizens. But at that time only a handful of people enjoyed the municipal water supply facilities. To have drinking or usable water, most of the city dwellers used to depend on natural springs, or on ponds and wells dug by themselves or the authority. Exactly a hundred years after the municipality had been established, Chittagong Water and Sewerage Authority (CWASA) was founded in 1963. From then on it is bearing the responsibility to supply water to the city dwellers. CWASA started its journey about six decades ago with the mere ability of supplying twenty million litres of purified water, lifted by twenty-five deep-tubewells received from the then Chittagong Municipality and Public Health Department of the government. At present, CWASA lifts and supplies 360 million litres everyday. Two more projects of CWASA are going to be implemented very soon, which will enable it to lift and supply more two hundred million litres of water per day.

In the last 56 years after CWASA was established, production of purified water increased eighteen times, but within the same period the rate of the increasement of city population is

ব্যবস্থা, তার নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার হরপ্পা, মহেনজোদারো, রাখিগড়ি, লোথাল, ধোলাবীরা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরোনো শহর লোথালে অধিবাসীদের বাড়িতে বাড়িতে ছিলো নিজস্ব শৌচাগার, যেগুলো আবার পরস্পর সংযুক্ত ছিলো ইটের তৈরি মুখঢাকা পয়ঃপ্রণালীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। ইটগুলো জোড়া লাগানো হয়েছে জিপসাম-ভিত্তিক গাঁথুনি দিয়ে। এসব পয়ঃপ্রণালী দিয়ে শৌচাগারের নোংরামিশ্রিত পানি গিয়ে পড়তো আরো বড় ঢাকা-নর্দমা বেয়ে নদীতে, খালে, বা আশেপাশের অন্য কোনো জলাশয়ে, বা কোনো ভূগর্ভস্থ সেসপিট বা মলাধারে। মলাধারগুলো যে নিয়মিত খালি এবং পরিষ্কার করা হতো, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার ধারকেরা স্নানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করতো। এটা তাদের কাছে একটা বড় বিলাসের মতো ছিলো। এ সভ্যতার শহরগুলোতে বারোয়ারি এবং ব্যক্তিগত স্নানাগারের ছড়াছড়ি দেখে তেমনটাই মনে হয়। সব শহরেই ময়লা পানি অপসারণ করা হতো ইট দিয়ে নিখুঁতভাবে বানানো ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মাধ্যমে। এ ছাড়া প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য রিজার্ভয়ার বা জলাধার-সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর থাকারও। তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা যে অভিনব ও অত্যাধুনিক ছিলো, সে-কথা মানতেই হবে। এসব শহরে জলনিকাশি ব্যবস্থাও ছিলো প্রাগ্রসর। এতে শহরের বিভিন্ন বাড়ি থেকে জলনিকাশি ছোট নালাগুলো গিয়ে মিলতো সড়কের পাশ বরাবর বানানো আরো বড় আর ঢাকা দেয়া নর্দমায়। শহরগুলোর অনেক বাড়ি ছিলো দোতলা বা বহুতল। সেসব বাড়ির ছাদ ও ওপরের তলাগুলোর গোসলখানা ও শৌচাগার থেকে পোড়ামাটির তৈরি পাইপ বা খোলা নালী দিয়ে ময়লা পানি এসে পড়তো রাস্তার নর্দমায়। শহরের সব বড় বড় রাস্তার পাশে এরকম ঢাকা দেয়া চওড়া নর্দমা ছিলো।

মাটি থেকে ওপরে পানি তোলার জন্যে শাদুফ ব্যবহার করা হতো। এটা হলো একমাথায় একটি বালতি এবং অন্যমাথায় পাল্টা ওজন বাঁধা রশি জড়ানো একটি দণ্ড। বালতিতে পানি ভরে ওজনটি ছেড়ে দিলে সেটা নিচের দিকে নেমে যায় এবং বালতি ওপর দিকে উঠে যায়। প্রাচীন মিশরেও জল ওপরে তোলার কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলোতে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে পরে শুকনো ঋতুতে তা সরবরাহ করার ব্যবস্থাও ছিলো। সবকিছু বিচারে, সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলোর পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যে প্রাচীন বিশ্বে সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত ছিলো, এ কথা পুরাতত্ত্ববিদরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

উপমহাদেশে পানির এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্টতম ব্যবহারের ধারা বজায় রয়ে সিন্ধু সভ্যতা পরবর্তী

many times more than that. So the city still have many dwellers who cannot enjoy the water supply facility of CWASA. The need to increase the production of water is still existing there. The problem cannot be resolved if the rate of water production is not made higher than the rate of population growth. Besides the underground water, the main source of water for CWASA is the waters of the adjacent river Karnafuli and its tributary the Halda. CWASA lifts 320 million litres of water per day from these two rivers adjacent to the city. Herein, 180 million litres are lifted from the Halda and the rest 140 million litres from the Karnafuli. Work is going on to lift more 200 million litres of water from the Halda and 90 million litres from the Karnafuli in near-future.

Usable or drinkable water was always needed, being and will be needed to save human life. So the grave importance of a service-oriented organization like WASA cannot be undermined. Its responsibilities will never be lessened or ended. Instead, it will increase day by day keeping pace with the rapid multiplication of the city population and side by side wider and wider expansion of city area. To supply water to millions of city dwellers, CWASA is being compelled to collect millions of litres of water both from the overground and underground levels. The amount of this collection will increase even more in near future when the new projects of CWASA will be implemented. But while doing this, we should ponder deeply how much harm we are making to the underground water levels and to the natural courses of the rivers. If the underground levels become completely devoid of water, the buildings and other installations on the ground may collapse and be destroyed, and even natural calamities like tremor may also occur. On the other hand, the time has come to consider seriously how much harm we are making to the rivers, which have already become silted and slow-moving enough. We have to keep keen eyes whether new patches of siltation are being formed in the riverbeds, and specially at the confluences of the rivers. To speak the truth, we have already made late enough to ponder over these very, very important points.

We have to keep in mind that the world environ

যুগগুলোতেও। বড় বড় নদীগুলোকে আর সমুদ্রকে দেবতার আসনে বসানোর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, প্রাচীন কালে আমাদের দেশের মানুষ জলকে কত গুরুত্ব দিতো। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো উপমহাদেশেও সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকে সব শহর গড়ে উঠেছে বড় বড় নদীর বা সমুদ্রের তীরে, কখনো-বা উভয়ের সঙ্গমস্থলে। গ্রাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নদী বা হ্রদ বা কোনো বড় জলাশয়ের তীরকে প্রাধান্য দেয়া হতো। নদী থাকুক আর না-ই থাকুক, ব্যক্তিগত বা বারোয়ারি ব্যবহারের জন্যে কুয়ো, দিঘি এবং পুকুরও খনন করা হতো বিস্তর। 'পুকুর' কথাটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'পুষ্করিণী' থেকে, যার উদ্ভব পুরাণোক্ত যক্ষ 'পুষ্কর'-এর নাম থেকে। মূলত পুকুরের নিরাপত্তা ও শুচিতা রক্ষার প্রয়াসেবই বলা হতো, এ জলাধার পুষ্কর নামের যক্ষ রক্ষা করেন। এর জলে অনাচার করলে পুষ্কর তাকে শাস্তি দেবেন। জলের অতলে যক্ষপুরীতে নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলবেন। পুষ্কর দ্বারা রক্ষিত বলেই এ জলাধারের নাম পুষ্করিণী। অবশ্য, পুষ্করের সঞ্চরণ শুধু পুকুরেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। কুয়ো, দিঘি বা অন্য জলাধারের জলও যক্ষরা রক্ষা করেন, এমনটাই ছিলো লোকবিশ্বাস। এমনকি এখনও এদেশের লোক পুরোনো পুকুর-দিঘির জলে 'যখ' থাকার কথা বলে। দিঘি ও পুকুর প্রতিষ্ঠা একটা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতো। রাজা-সম্রাট, সুলতান-নবাব-বাদশা থেকে শুরু করে গ্রামের জমিদার বা সাধারণ গৃহস্থ সাধ্যমতো দিঘি-পুকুর প্রতিষ্ঠা করতো। খাওয়া, রান্না ও ধর্মীয় কাজে যে-পুকুরের জল ব্যবহার করা হতো, তা সবধরনের দূষণ থেকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করাটা ছিলো বাধ্যতামূলক। হিন্দুদের কাছে জল তো চিরকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলোই, পরবর্তীতে শাসক হিসেবে উদিত মুসলিমদের কাছেও পানির গুরুত্ব কম কিছু ছিলো না। ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও পানি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ার আগে ওজু করার জন্যে তথা পাকসাফ হওয়ার জন্যে পানি না হলে তাদের চলতো না। ফলে প্রতিটি মন্দির-মসজিদ-কিয়াং ইত্যাকার অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো পরিচ্ছন্ন একটি পুকুর বা অন্য কোনো জলাধার।

চট্টগ্রাম শহরের অবস্থানের দিকে তাকালে দেখতে পাই, চিরন্তন রীতি মেনে একটি নদী কর্ণফুলীর তীরে এবং একটি সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগর) সঙ্গে নদীটির সঙ্গমস্থলের অদূরে নগরটি গড়ে তোলা হয়েছে। ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় ও টিলা আর অরণ্যে ভরপুর এ শহরে তখন বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পানির উৎস হিসেবে ছিলো প্রচুর পাহাড়ি ঝরনা বা ছরা। চট্টগ্রাম শহরের যেসব জায়গার নাম বা পরিচিতির সঙ্গে ঝরনা শব্দটি জড়িত আছে-- যেমন মাছুয়া ঝরনা, ঘাটফরহাদবেগের ঝরনা, জামালখানের জোড়াঝরনা, হাজারি গলি আর পুরাতন টেলিগ্রাফ রোডের ঝরনা-- সেসব জায়গায় ঝরনার বাস্তব অস্তিত্ব আমরা কয়েক দশক আগেও নিজের

ment is already alarmingly overpopulated and endangered. Besides, this problem is even more acute in a tiny and over-populated country like Bangladesh. In this situation, we have to think deeply whether we are pushing the people towards a total destruction by severely endangering the natural environment, when we are actually trying to serve or save them. It is the strong demand of time that WASA should open a monitoring and research cell to make extensive study on this field.

Searching out some alternative sources of water other than the conventional overground and underground ones should be considered with utmost importance. In this case, rain-water and sea-water can be two fine alternatives. The process of making the water of the Bay of Bengal free of salinity and edible with the possible lowest expenses should be found out in an urgent basis. At present, there are a lot of universities, institutes, academies and organisations in the country which can contribute in this matter. On the other hand, Chittagong is a region with a high rate of annual rainfall. Besides the monsoon months, rain occurs here more or less round the year. Following the footstep that our ancestors in Indus civilisation took five to ten thousand years ago, we can also collect, preserve and supply this huge amount of rain water for public use. We hope, CWASA will give due importance to these points while it is proceeding forward with its many other programmes, projects and activities.

One more thing. Though the word 'sewerage' is there in the name of CWASA, its contribution in the city's sewerage system is not notable at all. To fulfill the need, CWASA is going to take a master plan on the city's sewerage management. It is better late than never. We hope earnestly that the new sewerage system built under the master plan will play a significant role in resisting horrible pollution of the rivers Karnafuli and Halda, the city dwellers' two main sources of drinking water.

May God help CWASA's to march forward unhindered. Water is the other name of life, and CWASA is the symbol of that life to the city dwellers. Hope, it will continue its glorious tradition of dedicated service to make the citizens' lives safer, free of pollution, hale and hearty.

Author: Poet & Journalist

চোখে দেখেছি। মোগল আমল বা তার আগে থেকেই এসব প্রাকৃতিক পানির উৎসের মুখ বাঁধিয়ে কুয়োর মতো করে দেয়া হয়েছিলো, যাতে এগুলো ব্যবহার করতে জনসাধারণের সুবিধে হয়। সেসব ঝরনার প্রায় সবগুলোই এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

ব্যবহার্য পানির উৎস হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে পুকুর এবং দিঘিও ছিলো অসংখ্য। এত বেশি যে, চট্টগ্রামকে অনায়াসে 'পুকুরের শহর' বলা যেতো, যেরকম মসজিদের আধিক্যের জন্যে ঢাকাকে 'মসজিদের শহর' বলা হয়। সেসব পুকুরের ৯৫ শতাংশেরও বেশি বুজিয়ে ভবনাদি নির্মাণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত দিঘিগুলোর কয়েকটার নাম লালদিঘি, আসকারদিঘি, বলুয়ার দিঘি, ভেলুয়ার দিঘি, কমলদহ প্রভৃতি। কিছু দিঘি এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কিছু দিঘি আজও টিকে আছে অত্যন্ত করুণ অবস্থায়। তাদের পানি পঙ্কিল ও চরম দূষিত।

জানা যায়, সৈন্যদের জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে মোগল শাসক নবাব আসকার খান ১৬৬৯ থেকে ১৬৭১ সালের মধ্যে প্রায় চার একর আয়তনের আসকার দিঘিটি খনন করেন। পাহাড়ের পাদদেশে স্বচ্ছ টলটলে জলভর্তি দিঘিটির চোখ জুড়োনো রূপ কয়েক দশক আগেও দেখতে পাওয়া যেতো। এখন দিঘির কিনারার দিকের পানির অংশ ভরিয়ে বা তার ওপর কাঠের মাচা বানিয়ে তোলা অসংখ্য আসবাবপত্রের দোকান আর বাসভবনের চাপে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ এবং আগাগোড়া কচুরিপানায় ঢাকা দূষিত দুর্গন্ধযুক্ত কালচে পানিতে ভর্তি এ প্রাচীন জলাশয়কে দেখে তার আগের চেহারা কল্পনাই করা যাবে না! একই অবস্থা নগরীর কোরবানিগঞ্জে অভয়মিত্র মহাশ্মশানের পাশে অবস্থিত বলুয়ার দিঘিরও। অন্যদিকে কমলদহ প্রভৃতি কিছু দিঘির আজ চিহ্নও নেই। ফিরিঙ্গি বাজারের বহুপ্রাচীন দামুয়া পুকুর এবং আরো অসংখ্য পুকুরেরও আজ অস্তিত্ব নেই।

ব্রিটিশ আমলের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদরদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়। একে কেন্দ্র করে এখানে রেল কর্মচারীদের বিশাল বসতি গড়ে উঠলে, তাদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনে বাঁধ নিয়ে একটি পাহাড়ি ছরা বা ঝরনার প্রবাহ রোধ রোধ করে বানানো হয় একটি কৃত্রিম হ্রদ। এটার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার মি. ফয়-এর নামানুসারে এটার নাম রাখা হয় ফয়'স লেক। সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত না থাকায় এটা এখনও মোটামুটি অবিকৃত চেহারায় আছে, এবং বর্তমানে এটাকে একটা পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অতীতে এরকম নানা উদ্যোগের মাধ্যমে এ শহরের বাসিন্দাদের ব্যবহার্য পানির সংস্থান করা হয়েছে। তবে সাধারণ নগরবাসী পানির জন্যে নির্ভর করতো মূলত প্রাকৃতিক ঝরনা এবং নিজেদের বা পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে খনিত কুয়ো, পুকুর ইত্যাদির ওপর। ১৮৬৩-তে চট্টগ্রাম পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নগরবাসীর জন্যে খাওয়ার পানি সরবরাহের দায়িত্বটা তার ওপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কলের জল তখনও এ শহরের খুব কম মানুষই পেতো। এর ঠিক একশ বছর বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ বা চট্টগ্রাম ওয়াসা (Chattogram Water and Sewerage Authotity - CWASA)। তখন থেকে ওয়াসাই নগরবাসীকে পানি সরবরাহের দায়িত্বটা পালন করে আসছে। আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও চট্টগ্রাম পৌরসভা থেকে পাওয়া মাত্র ২৫টি গভীর নলকূপের সাহায্যে প্রতিদিন দু কোটি লিটার পানি তুলে সরবরাহ করার মধ্যে দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। বর্তমানে তা বেড়ে ৩৬ কোটি লিটারে দাঁড়িয়েছে। অচিরে ওয়াসার আরো দুটো প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, যার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ সংস্থার পানি উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ দৈনিক আরো বিশ কোটি লিটার বেড়ে যাবে।

৫৬ বছরে পরিশোধিত পানি উৎপাদন ১৮ গুণ বেড়েছে বটে, কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে তার চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি। কাজেই, ওয়াসার পানি পায় না এমন লোকের সংখ্যা চট্টগ্রাম মহানগরীতে এখনও বিস্তর। পানি উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন এখনও ফুরোয় নি। পানি উৎপাদন বাড়ানোর হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি না করলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানি উত্তোলন বাদে ওয়াসার পানির প্রধান উৎস হলো নগরীর দু পাশ দিয়ে প্রবহমান দুটি নদী কর্ণফুলি ও হালদা। ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস হিসেবে এ দুটি নদী থেকে ওয়াসা প্রতিদিন ৩২ কোটি লিটার পানি তুলে সরবরাহ করে। এর মধ্যে হালদা থেকে ১৮ কোটি এবং কর্ণফুলী থেকে ১৪ কোটি লিটার পানি তোলা হয়। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কর্ণফুলি থেকে আরো ২০ কোটি এবং হালদা থেকে আরো ৯ কোটি লিটার পানি তুলে সরবরাহ করার জন্যে এখন কাজ চলছে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে পানি চিরকাল লেগেছে, লাগছে এবং লাগবে। পরিশোধিত পানি সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত ওয়াসা'র মতো সেবা সংস্থার দায়িত্ব কখনও কমবে না বা ফুরোবে না। বরং দিন দিন নগরীর মানুষ এবং আয়তন যত বাড়ছে, ওয়াসার কাজের বা সেবার পরিধিও ততই বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ নগরবাসীকে পানি যোগানোর লক্ষ্যে ওয়াসা ভূগর্ভ ও ভূ-উপরিতল-- দুদিক থেকেই প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার পানি সংগ্রহে বাধ্য হচ্ছে। ওয়াসার নেয়া নতুন নতুন প্রকল্প

বাস্তবায়িত হলে এই সংগ্রহের পরিমাণ আরো বাড়বে।
কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমরা নগরীর মাটির নিচে পানির স্তরের এবং নদীগুলোর স্বাভাবিক জলপ্রবাহের কতটুকু ক্ষতি করছি, সেটা আমাদেরকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। মাটির নিচের পানির স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা জলশূন্য হয়ে ভবনাদি ধসে পড়ার বা বসে যাওয়ার, এমনকি ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা বাড়ে। অন্যদিকে, ইতোমধ্যেই যথেষ্ট মন্দগতি আর ভরাট হয়ে পড়া নদীগুলো থেকে এভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি লিটার পানি তুলে নেয়ায় এগুলোর প্রবাহের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে, নদীখাতে এবং বিশেষ করে মোহনায় সিল্টেশান বা পলি জমে চর পড়ায় কতটুকু অবদান রাখছে, এগুলো আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করার সময় এসে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, ইতোমধ্যেই এ ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট দেরি করে ফেলেছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্ব পরিবেশ ইতোমধ্যে ভীষণ জনভারাক্রান্ত ও বিপন্ন। তার মধ্যে আবার বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ও জনাকীর্ণ দেশে এ সমস্যা আরো অনেকগুণ বেশি প্রকট। মানুষের জীবনরক্ষার জন্যে পানি যোগাতে গিয়ে পুরো পরিবেশ বিপন্ন করে আসলে তাদেরকে সমূহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে কিনা, সেটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এজন্যে ওয়াসা'র একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা বিভাগ গড়ে তোলা দরকার।

নদীর বা মাটির নিচের পানি বাদে বিকল্প কোনো উৎস থেকে পানি সংগ্রহের কথাও এখন ভাবা উচিত সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে। এক্ষেত্রে পানির দুটো বড় বিকল্প উৎস হতে পারে সমুদ্রের ও বৃষ্টির পানি। বঙ্গোপসাগরের পানিকে নুনমুক্ত করে কীভাবে পানযোগ্য করে তোলা যায়, এ প্রক্রিয়ায় খরচ কী করে আরো কমিয়ে আনা যায় খুঁজে বের করতে হবে। শহরে বা দেশে তো এখন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, একাডেমির অভাব নেই! উচ্চব্যয়সাপেক্ষ পানি লবণমুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ করার জন্যে ওয়াসাসহ এসব প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের উঠে পড়ে লেগে যাওয়া উচিত বলেই মনে করি। অন্যদিকে চট্টগ্রাম একটি বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চল। বর্ষাকালে ছাড়াও প্রায় সারা বছর ধরেই এখানে কম-বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে তাকে। পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতায় আমাদের পূর্বজরা যা করতেন, তাঁদের অনুসরণে আজও কি আমরা পারি না, এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির পানি বিশাল বিশাল জলাধারে সংরক্ষণ করে রেখে কাজে লাগাতে? ওয়াসা তার আজকের ও আগামীর কর্মধারা ওনানাবিধ সাফল্যের মাঝখানে এ বিষয়গুলোকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেবে বলেই মনে করি।

আরেকটা কথা-- যদিও নামের মধ্যে 'পানি'র সঙ্গে 'পয়ঃনিষ্কাশন' কথাটিও আছে, কিন্তু তারপরও নগরীর পয়ঃনিষ্কাশনে ওয়াসা'র এতদিনকার অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। এ অভাব পূরণে চট্টগ্রাম ওয়াসা একটা মহাপরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে, এটা একটা সুসংবাদ। আবাসিক ও শিল্প এলাকার বিপুল পরিমাণ বর্জ্যে চট্টগ্রামে সুপেয় পানির প্রধান নির্ভরস্থল কর্ণফুলী ও হালদার পানির ভয়াবহ দূষণ রোধে এই নতুন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিরাট ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা'র অগ্রযাত্রা অক্ষুণ্ন থাক। জলের অপর নাম জীবন, এবং চট্টগ্রামবাসীর কাছে ওয়াসা সেই জীবনেরই প্রতীক। সংস্থাটি তার আন্তরিক অভিনিবিষ্ট সেবা দিয়ে নগরবাসীর জীবন আরো বেশি নিরাপদ, দূষণমুক্ত, নিরোগ, দীর্ঘায়ু করে তুলুক-এটাই প্রার্থনা।

লেখক: কবি ও সাংবাদিক

CHATTOGRAM WASA: UNIQUE IN SERVICE

Makshud Alam

Water is the most important element in a person's daily needs. The existence of life sans water is inconceivable. 70% of the human body is made up of water. Water is said to be an excellent solvent. Need of water for a person is pinnacle from his/her waking up to until sleep again. Despite the fact that three-fourth of the world is water, the amount of fresh water is very low.

Chattogram Wasa has the responsibility to meet the demand for water in Chattogram city. Since the founding of Chattogram WASA in 1963, many efforts have been made till now to provide safe drinking water to the citizens of the city. After becoming a Bachelor of Engineering (BE), I joined Chittagong WASA on May 2, 2004, following my working in several private organisations. At the beginning of the job, I was initiated in the Mod-1 division. Mod-1 is the most vulnerable section of WASA. The Mod-1 comprises the existing area of the city, including Patenga Karnalhat, Majhir Ghat, Chaktai, Bakulia, Kalamia Bazar, Oxygen, Raufabad and Jalalabad. At that time, the number of deep tube-wells was 35. The public was dependent directly on the deep tube-wells. The daily supply of water from the Mohra Water Treatment Plant was 90 million litres. Water supply from the booster station used to be 35 to 40 million liters daily. Water had to be distributed among WASA's respected customers at a proportionate rate.

In some areas, it could be seen that month after month, week after week, day after day, they are

সেবায় অনন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা

মাকসুদ আলম

একজন মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান পানি। পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। মানব দেহের ৭০% পানি দ্বারা গঠিত। পানিকে বলা হয় উৎকৃষ্ট দ্রাবক। একজন মানুষের ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে পুনরায় ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পানির চাহিদা সর্বাগ্রে। পৃথিবীতে চার ভাগের তিন ভাগ পানি থাকা সত্ত্বেও সুপেয় পানির পরিমাণ অত্যন্ত কম।

চট্টগ্রাম মহানগরে পানির চাহিদা পূরণের গুরুদায়িত্ব চট্টগ্রাম ওয়াসার। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত নগরবাসীকে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রকৌশল শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি

অর্জনের পর কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে চট্টগ্রাম ওয়াসায় যোগদান করি ২০০৪ সালের ২ মে। চাকরির শুরুতেই পদায়ন হয় মড-১ বিভাগে। ওয়াসার সব চাইতে সংকটাপন্ন বিভাগ মড-১। নগরীর পতেঙ্গা, কর্নেলহাট, মাঝিরঘাট, চাকতাই, বাকলিয়া, কালামিয়া বাজার, অক্সিজেন, রৌফাবাদ, জালালাবাদসহ এর পরিধিতে বিদ্যমান এলাকা নিয়ে মড-১ গঠিত। ঐ সময় গভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ৩৫টি। জনসাধারণ সরাসরি গভীর নলকূপের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

মোহরা পানি শোধনাগার থেকে পানি সরবরাহ হত দৈনিক ৯ কোটি লিটার। বুস্টার স্টেশন থেকে পানি সরবরাহ হত দৈনিক ৩.৫ থেকে ৪ কোটি লিটার। ওয়াসার সম্মানিত গ্রাহকগণকে আনুপাতিক হারে পানি বণ্টন করতে হত। এতে দেখা যেত, কোনো কোনো এলাকায় লোকেরা মাসের মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, দিনের পর দিন পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জনসাধারণকে নিজস্ব টিউবওয়েল, ঢেবা, দিঘি, পুকুর, বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর করতে হত। পানিপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে জনসাধারণ কলসি মিছিল, ঝাড়ু মিছিলও করেছে। সময় সময় রাস্তাঘাট অবরোধ কর্মসূচিও গ্রহণ করত। গরমের দিনে ওয়াসা ভবনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন হত। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় মা বোনদের অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশা ছিল নিত্যদিনের বিষয়। নিরাপদ পানির অভাবে মানুষ ছিল বহু দুর্গতির শিকার। পিডিবি'র ওপর নির্ভরশীল গভীর নলকূপের পানি সরবরাহে দারুণ-বিঘ্ন ঘটত বিদ্যুৎ বিঘ্নের কারণে। এককথায় চারিদিকে হাহাকার বিরাজ করত। পানির স্বাভাবিক চাপ না থাকায় মোটর দিয়ে পানি তুলতে হত। রাত জেগে পানি কে ধরবে, এ নিয়ে সংসারে চলত অশান্তি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলত বিবাদ। পাড়ায় পাড়ায় চলত বিরোধ। রাত জেগে পানি ধরার কারণে পরের দিনের কাজকর্মের তথা কর্ম-ঘন্টার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হত। এতে শহরস্থ মানুষের সামাজিক-আর্থিক উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। কিছু অসাধু ব্যক্তি এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করতে লাগল। মোট কথা, জন-অশান্তির অন্যতম মূল কারণ ছিল এই পানি না পাওয়া। তৎকালীন কর্তৃপক্ষের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ছিল না তেমন কোনো আকাঙ্ক্ষা। সামান্য বাধাতেই সকলে পিছ-পা হয়ে যেত। যার ফলে গৃহীত প্রকল্পগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে।

চলমান অচলাবস্থা নিরসনে ২০০৯ সালে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৌশলী জনাব এ. কে.এম. ফজলুল্লাহ মহোদয়কে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন প্রকল্প হাতে নিয়ে, নলকূপ স্টেশনগুলোতে এক্সপ্রেস পাওয়ার লাইন স্থাপন করে বিদ্যুৎ সমস্যা কিছুটা লাঘব করা হয়। তৃতীয় ইন্টারিম প্রকল্প, ইমার্জেন্সি ওয়াটার

deprived of receiving water. People had to rely on their own tube-well, dheba, dighi, pond, rain water. Deprived of receiving water, the people also staged jar and sweep processions. From time to time, road blocking programmes were also taken. On hot days, the Army needed to be deployed in the WASA Building. Distress and unhappiness of the mothers and sisters at the mahallas in the suburbs was a daily matter. People were suffering heavily due to lack of safe water.

Due to dependency on power supply from the Power Development Board (PDB), the water supply from the deep tube-wells was hampered seriously because of power outages. In a word, there was a wailing all around. Since there was no normal pressure of water, it had to be pulledout by motors. There was a lot of turmoil in the family about who would catch the water at night. Disputes between husband and wife continued. Conflict also continued in the neighborhoods. Due to holding water at night, the next day's work hours were greatly damaged. It disrupted the socio-economic development of the people of the city. Some unscrupulous people took advantage of this opportunity and started doing businesses.

One of the main causes of public outcry was the lack of water. There was no desire for the then authorities to accept and implement the project. Everyone used to leave the scene whenever a little hurdle would appear. As a result, even the projects that have been adopted were muted.

The incumbent honourable Prime Minister Sheikh Hasina appointed Engineer Mr. A. K. M. Fazlullah as the Managing Director of Chattogram WASA to end the ongoing turmoil. To address the immediate problem, the power problem was alleviated by generating and installing generator projects end express power lines at the tube-wells. The third interim project, the Emergency Water Supply Project, mitigated the water supply problem by setting up three deep tube-wells in the city. Of course, Mr. Afsarul Amin, former Member of Parliament, had a substantial contribution in implementing these works.

The Karnaphuli Water Supply Project, which was approved at the ECNEC meeting in 2006, was halted due to the land acquisition complexities. In a concerted effort by Mr. AKM Fazullah, Managing Director, the project was

সাপ্লাই প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীতে ৯০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সমস্যা আরো কিছু লাঘব করা হয়। অবশ্য এ কাজগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আফসারুল আমীন মহোদয়ের যথেষ্ট অবদান ছিল।

২০০৬ সালে একনেক সভায় অনুমোদিত কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্পটি ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় স্থবির হয়ে ছিল। ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী জনাব এ. কে.এম ফজলুল্লাহ মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, এবং প্রশাসন ও এলাকাবাসীর সহায়তায়, সকল জটিলতা কেটে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। এতে সর্বমোট ১৪.৩ কোটি লিটার পানি মূল নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়। নেটওয়ার্কটি অতি পুরাতন হওয়ায়, ১৪ কোটি লিটার পানি মূল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার পর অনেকগুলো লিকেজ দেখা দেয়। সুষম পানি ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্কের লিক মেরামতের মাধ্যমে সমগ্র নেটওয়ার্কের পানি ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা হয়। ফলে চট্টগ্রাম শহরের ৭০ শতাংশ জনসাধারণের পানি পাওয়া নিশ্চিত হয়। সুপেয় পানি পাওয়ার ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। পানি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করে।

তারপরও লক্ষ্য করা যায়, নগরীর কিছু কিছু জায়গায় পানি সরবরাহে ঘাটতি আছে। কিন্তু বিগত ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে যখন মদুনাঘাট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করা হয়, তখন থেকে নগরীর পানির চাহিদা প্রায় ৮৫% থেকে ৯০% পূরণ করা হয়। ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্বে থাকার সুবাদে এ লেখকের গ্রাহকগণের খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। নগরীতে WHO গাইডলাইন অনুযায়ী পানির গুণাগুণ ঠিক রেখে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি, রাজস্ব বহির্ভূত পানি ও লিকেজ কমানোর জন্য সমগ্র নগরীর পাইপলাইন এবং পানির মিটার পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প ফেজ-২ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামবাসীর জন্য পানি সরবরাহ স্থাপনাদি নির্মাণ করে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার পরিচালনা সক্ষমতা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এতে করে মূল নেটওয়ার্কে আরও ১৪.৩ কোটি লিটার পানি যুক্ত হবে।

প্রকল্পের অবস্থান:
শোধনাগার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়, সরবরাহ লাইন সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে বিস্তৃত; প্রকল্প ব্যয়: মোট ৪৪৯১১৫.৫৯৮ লাখ টাকা (জিওবি - ৮৪৪৮০.২৯০ লাখ টাকা,

launched experimentally on November 2016, removing all the complexities with the help of administration and residents. The Prime Minister inaugurated the project.

As a result, a total of 143 million litres of water is added to the core network. As the network is very old, many leakages occur while bearing the load of newly added 14 million litres of water.The water management of the entire network is maintained through balanced water management and leak repairs of the network. As a result, 70 percent of the people of Chattogram city are guaranteed access to water.

Fresh drinking water improves public health. Water is being supplied to related industries. However, it is noticed that in some areas of the city there are shortages of water supply. But since the beginning of November 2018, when the Madunaghat Treatment Plant was started, the city's water demand has been met with around 85% to 90%. Customers in charge of the distribution system caretaker engineers have had the opportunity to get very close to customers. According to the WHO Guideline, the city is supplying water maintaining its proper quality.

The Karnaphuli Water Supply Project Phase-2 project was adopted to boost the water supply, reduce non-revenue and leakage of water pipelines and change the water meter to meet the growing public demand for water. The main objective of this project is to improve the quality of life of the people by building water supply infrastructure for Chattogram residents and increasing the capacity of Chattogram WASA. This will add another 143 million litres of water to the core network.

Location of the project:

From Rangunia upazila, the supply line extends to the entire Chattogram city. Project Expenditure: Total: Tk 449115.598 lakh, GoB:84480.290 lakh, Chattogram WASA: Tk 2307.00 lakh, JICA: 362328.31 lakh, Project Lending Companies and Countries: JICA, Japan, Project Duration: April 2013 to January 2022, ECNEC Approved: 13 August 2013, Construction of water refinery and reservoir, construction of convection and transmission pipe line, construction of distribution pipe line, distribution, Distribution Monitoring System SCADA (supervisory control and data acquisition) part of the project.

মোহরা পানি
শোধনাগার
MOHRA WATER
TREATMENT PLANT
Photo : Haider Ali

চট্টগ্রাম ওয়াসা - ২৩০৭.০০ লাখ টাকা, জাইকা - ৩৬২৩২৮.৩১ লাখ টাকা); প্রকল্প ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ও দেশ: জাইকা, জাপান; প্রকল্পের মেয়াদ: এপ্রিল, ২০১৩ থেকে জানুয়ারি, ২০২২; একনেকে অনুমোদন: ১৩ আগস্ট, ২০১৩। পানি শোধনাগার ও জলাধার নির্মাণ, কনভয়েন্স ও ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন নির্মাণ, ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণ, ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং সিস্টেম SCADA (Supervisory Control and Data Acquisitions) নির্মাণ এ প্রকল্পের অঙ্গ।

২০২১ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্রাহকগণ ভবিষ্যতে সরাসরি ট্যাপ ওয়াটার পান করার গ্যারান্টি পাবে। সমস্ত নেটওয়ার্ক ডিজিটাল পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণের জন্য নাসিরাবাদে ডিজিটাল মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে Supervisory Control and Data Acquisitions (SCADA) পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কের তথ্য একটি জায়গা থেকে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সে-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ ও দ্রুততর হবে, যার ফলে গ্রাহকগণ অতিসহজে সুফল ভোগ করতে পারবে। সমস্ত পানি শোধন পদ্ধতিকেও SCADA'র অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে, যাতে করে প্রতি মুহূর্তে পানির মান ও পরিমাণের Real Time Data পাওয়া যাবে। ফলে পানির উৎপাদন, গুণাগুণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা আরো দ্রুত ও নিরাপদ হবে।

সমস্ত পুরাতন নেটওয়ার্ক পরিবর্তন করে নতুন নেটওয়ার্ক নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। পাইপলাইন পরিবর্তনের কাজে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন মহোদয়ের সহযোগিতা অনস্বীকার্য। তিনি রাস্তাঘাট কর্তন করে পাইপস্থাপনের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করেছেন। পুরাতন ধ্যানধারণা বাদ দিয়ে District Metering Area প্রবর্তনের মাধ্যমে সুষম ও সহজ পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক প্রবর্তন করা হচ্ছে। এতে করে পানি নামক Blue Gold-এর ব্যবহারে গ্রাহকগণ আরো যত্নবান হবেন। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে জনস্বাস্থ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতির ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটছে। বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামের বন্দর, ইপিজেড, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, শিপিং কর্পোরেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির ওপর নির্ভরশীল। চট্টগ্রাম ওয়াসা অবশিষ্ট ঘাটতি পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম শহরের কর্ণফুলী নদীর অপর প্রান্তে ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠেছে বৃহত্তর শিল্পনগরী। এ শিল্পনগরীর সম্প্রসারণের মূল উপাদান হচ্ছে পানি। এ কারণে ৬ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরো একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে করে CUFL, KAFCO কোরিয়ান ইপিজেড, চাইনিজ ইপিজেড

When the project is implemented in 2021, customers will be guaranteed to drink tap water directly in the future. As a part of digital monitoring in Nasirabad for monitoring all network digital methods, the network will be able to collect, analyze and accordingly process data from a single site Supervisory Control & Data Acquisitions (SCADA)in a fast way, so that consumers will enjoy faster and faster access. All water treatment systems are also being incorporated in SCADA. So that every moment, the quality of water, the quantity of quality quotient (Real Time Data) will be available. As a result, production, multiplication and supply of water will be faster and safer. Construction of the new network is underway, replacing all the old networks.

The cooperation of the Ex Mayor of Chattogram City Corporation Mr. AJM Nasir Uddin for the change of pipeline is praiseworthy. He directly monitors the installation of pipes by cutting roads. A balanced, simple water supply network is being introduced through the introduction of Sector & District Metering Area, in addition to the old ideas. The customers would be more careful in using the water regarded as 'Blue Gold'. Due to the development of water supply system, public health, industrial institutions, social development etc. are gradually improving. Important establishments including Chattogram port, EPZ, Army, Navy, Air Force, shipping corporation are currently dependent on the water of Chattogram WASA. Chattogram WASA is working hard to meet the remaining deficit.

Chattogram city, on the other side of the Karnaphuli river, has already developed a large industrial town. Water is the key element of the expansion of this industrial city. Due to this, another treatment plant with capacity of six million litres is being constructed. This will make it possible to supply water to these industrial establishments, such as CUFL, KAFCO, Korean EPZ and Chinese EPZ. There are plans to build another treatment plant in the future with a capacity of six million litres. Currently, 360 million litres of water is being supplied to the city every day. In the future, about 550 million litres of water will be supplied every day. After using this water, it is polluting the river water by going to the river through the canals in the form of wastes. The

প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে আরো ৬ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ৩৬ কোটি লিটার পানি নগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিদিন প্রায় ৫৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হবে। এ পানি ব্যবহারের পর বর্জ্য আকারে শহরের খাল হয়ে নদীতে গিয়ে সেখানকার পানি দূষিত করছে। নদীর এই পানিদূষণ রোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম শহরের জন্য প্রথম স্যুয়ারেজ প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এ প্রকল্পের ডিজাইন ও ড্রয়িংয়ের কাজও চলমান রয়েছে।

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে বিত্তবান মানুষের পাশাপাশি রয়েছে হতদরিদ্র মানুষ, যারা বসবাস করছে বিভিন্ন বস্তিতে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। বস্তিতে থেকেও তারা অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি সচল রাখার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যেমন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তথা শিল্পাঞ্চলগুলোতে, কর্মরত আছে। স্বাস্থ্যকর নিরাপদ সুপেয় পানির অভাবে তারা ভুগছে নানারকম রোগবালাইয়ে। চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে তাদের জন্যও সুপেয় পানি সরবরাহের কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নং ৬ (SDG-6):
পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্যে এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম ওয়াসা বদ্ধপরিকর। চট্টগ্রাম ওয়াসা ধাপে ধাপে এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস মূলত দুটি: হালদা নদী এবং কর্ণফুলী নদী ।বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা ৯০% ভূ-উপরিস্থ (নদীর পানি) পানি পরিশোধন করে নগরীতে সরবরাহ করছে। ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহ করছে ১০% । আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% ভূ-উপরস্থ (নদীর পানি) পানি পরিশোধন করে নগরীতে সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনজনিত পরিবেশগত সমস্যাসমূহ নিরসন করা সম্ভব হবে।

পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ:

চট্টগ্রাম নগরীর মোহরা এবং কর্ণফুলী পানি শোধনাগারে অবস্থিত চট্টগ্রাম ওয়াসার পরীক্ষাগারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পানির সকল ধরনের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। শোধনাগারে পানির কিছু গুণাগুণ প্রতি ঘন্টায়, কিছু গুণাগুণ চার ঘণ্টা অন্তর, কিছু গুণাগুণ দৈনিক এবং কিছু গুণাগুণ সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া ব্যবহারকারীর প্রান্তে পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরার জন্যে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিমাসে

Prime Minister has approved the first sewerage project for the city of Chattogram to prevent water contamination of the river. The design, drawing work of this project is also going on.

In the commercial capital of Chattogram, there are poorer people side by side with affluent ones. A larger section of the people lives in unhealthy environmental slums. From the slums, they have been working in some important institutions such as garment factories and industrial zones to keep the country's economy dimensional. They suffer from various chronic diseases due to lack of safe drinking water. Chattogram WASA is also working to provide safe water for them.

Sustainable Development Goals # 6:

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Chattogram WASA is committed to implementing SDG-1. Chattogram WASA is going step by step in this regard.

The main sources of ground water in Chattogram are two - a) Halda river and Karnafuli river. At present, Chattogram WASA is supplying 90% ground water (river water) to the city. By 2021, there are plans to supply 100% groundwater (river water) to the city by refining it. It, thus, would be able to solve environmental problems such as groundwater withdrawal.

Quality control of water:

According to the World Health Organization (WHO) and Bangladesh Standards, there are arrangements for testing all kinds of water quality in the Chattogram WASA laboratory at Mohra and Karnaphuli Water Refinery in Chattogram city. The quality of the water supplied is monitored by checking the quality of water supplied in the refinery every hour, some humus at 4 hour intervals, some humidity daily and some on a weekly and monthly basis. In addition, to ensure quality control of the water on the user's side, 160 samples of water are collected every month from different places of the city and tested at the sealed laboratory. The quality of the water supplied is regulated according to the World Health Organization and Bangladesh Standards. One of the priority projects of the Hon'ble Prime Minister is the Mirsarai Economic Zone. Chattogram WASA also plans to supply water there. In order to

পানির ১৬০টি নমুনা সংগ্রহ করে মোহরার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম মীরসরাই ইকোনোমিক জোন। চট্টগ্রাম ওয়াসা সেখানেও পানি সরবরাহের পরিকল্পনা করছে। গ্রাহক সেবা উন্নত করার লক্ষ্যে অগজ (Automated Meter Reading)-যুক্ত মিটার সংযোজনের মাধ্যমে মিটার রিডিং সংগ্রহ, বিল প্রস্তুত, অনলাইনে বিল প্রেরণ প্রভৃতি ডিজিটাল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে গ্রাহক ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।

গৃহীত গ্রাহক যোগাযোগ ও গ্রাহকবান্ধব কর্মকাণ্ড:

- বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম ওয়াসা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম ওয়াসায় অনলাইন-বেজড বিলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এখন যেকোনো গ্রাহক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁর বিল ডাউনলোড করে নিকটস্থ ব্যাংক এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন।
- গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় সভা।
- টেলিভিশনে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচার।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধ।
- গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান।
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে, যারা গভীর রাত্রে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনসহ লিকেজ শনাক্তকরণ ও অন্যান্য অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে থাকেন।
- সংশ্লিষ্ট মিটার পরিদর্শক, রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক ও রাজস্ব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মাসিক সভা।
- খেলাপি গ্রাহকদের সাথে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ও তাদের সমস্যাদি জানার জন্য মাসিক আলোচনা সভা ।
- ওয়াসা ভবনের প্রবেশ মুখে গ্রাহকদের তথ্যাদি জানার সুবিধার্থে অনুসন্ধান ও তথ্যকেন্দ্রে অফিস চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন কর্মচারীর দায়িত্ব পালন।

সম্মানিত গ্রাহকগণের নিকট বিনীত আবেদন-- তাঁরা যেন পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হন, পানির অপচয় যেমন-- কাপড় কাচার সময়, দাঁত ব্রাশ করার সময় বা সেভ করার সময় ট্যাপ খোলা রাখা, ট্যাপ পুরোপুরি বন্ধ না করা, ছাদের উপরের ট্যাংক উপচে পানি পড়া, মিটারের পর থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার পর্যন্ত লাইনে লিকেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার উপচে পানি পড়া প্রভৃতি রোধে আরো আন্তরিক হন। চট্টগ্রাম ওয়াসা গ্রাহকদের সেবা করার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত।

মাকসুদ আলম: প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ওয়াসা।

improve customer service, digital activities like collecting meter readings, preparing bills and sending bills online have been received through the addition of meters with AMR(Automated Meter Reading). This will greatly reduce customer suffering.

Accepted customer communications and customer friendly activities:

Chattogram WASA has been working relentlessly to implement the current government's Vision-2021 and Digital Bangladesh. In view of this goal, online based billing system has been introduced in Chattogram WASA. Now any customer can download his bill through the website and pay through the nearest bank and mobile phone.

- Interaction meetings with customers.
- The dissemination of information on television.
- Paying water bills through mobile phones.
- Provide rigorous guidance to enhance customer service and maintain ethics.
- Vigilance teams have been formed with senior officials who recommend remedial measures by identifying leakage and other irregularities, including inspection of various establishments overnight.
- Monthly meetings with the concerned meter inspector, revenue caretaker and revenue officer.
- Monthly meetings with a view to collecting arrears with customers and finding out their problems.
- Performing the duties of an employee during the office hours at the Inquiry and Information Center for facilitating information of customers at the entrance of theWASA building.

Sincere requests from reputable consumers are beneficial for the use of water, such as the wastages by keeping the tap open while washing, brushing teeth or shaving, or not closing the tap completely, overflowing water from the roof top tank, leakage on the line from the meter to the underground reservoir. WASA is ready to serve the people round the clock .

Author: Chief Engineer, Chattogram WASA
Translated by Shekhor Tripaty

৬৭ বছরে এক থেকে ৩৬ কোটি লিটারে চট্টগ্রাম ওয়াসা

ভূঁইয়া নজরুল

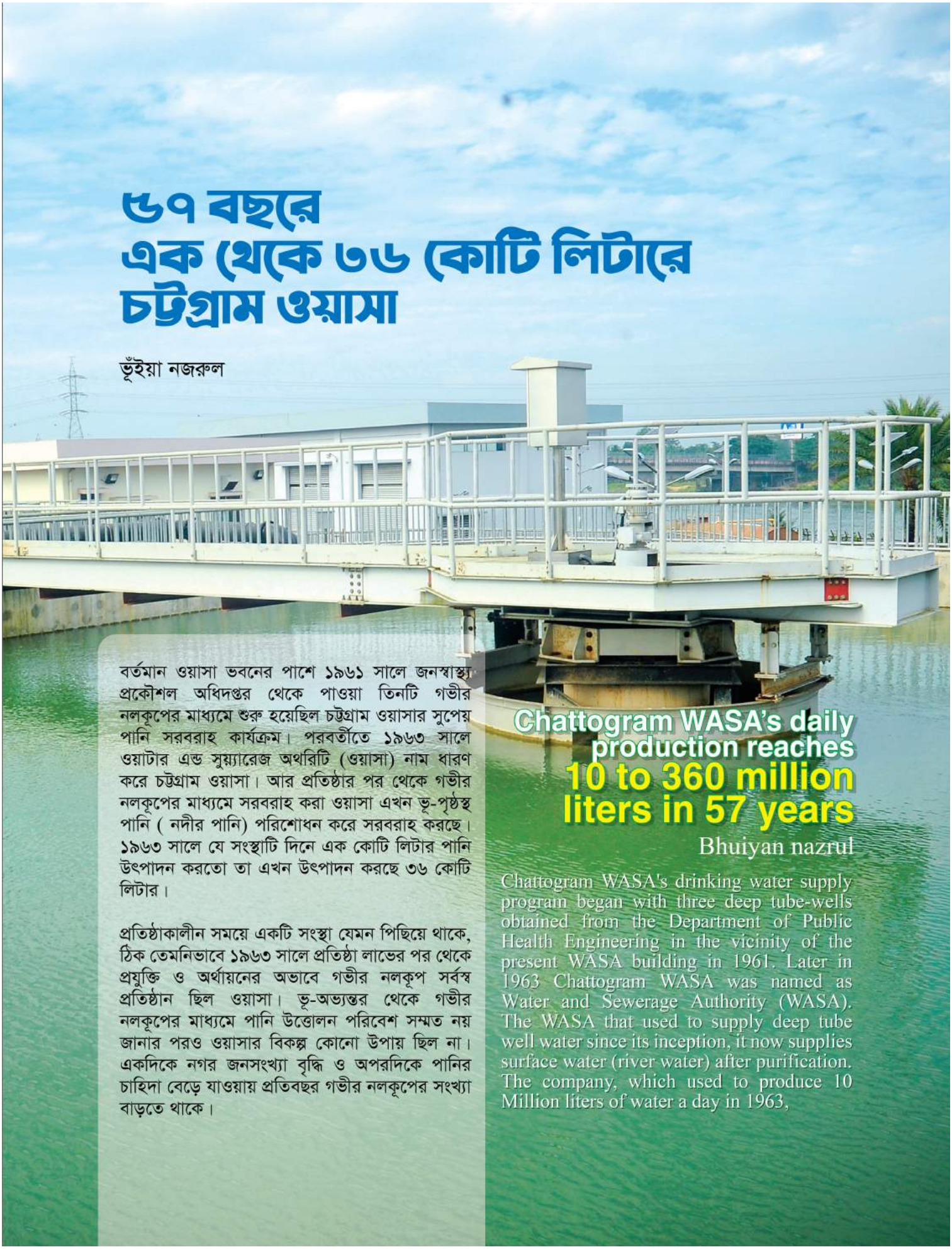

বর্তমান ওয়াসা ভবনের পাশে ১৯৬১ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তিনটি গভীর নলকূপের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম ওয়াসার সুপেয় পানি সরবরাহ কার্যক্রম। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে ওয়াটার এন্ড সুয়্যারেজ অথরিটি (ওয়াসা) নাম ধারণ করে চট্টগ্রাম ওয়াসা। আর প্রতিষ্ঠার পর থেকে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সরবরাহ করা ওয়াসা এখন ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি (নদীর পানি) পরিশোধন করে সরবরাহ করছে। ১৯৬৩ সালে যে সংস্থাটি দিনে এক কোটি লিটার পানি উৎপাদন করতো তা এখন উৎপাদন করছে ৩৬ কোটি লিটার।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে একটি সংস্থা যেমন পিছিয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে প্রযুক্তি ও অর্থায়নের অভাবে গভীর নলকূপ সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল ওয়াসা। ভূ-অভ্যন্তর থেকে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন পরিবেশ সম্মত নয় জানার পরও ওয়াসার বিকল্প কোনো উপায় ছিল না। একদিকে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরদিকে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবছর গভীর নলকূপের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

Chattogram WASA's daily production reaches 10 to 360 million liters in 57 years

Bhuiyan nazrul

Chattogram WASA's drinking water supply program began with three deep tube-wells obtained from the Department of Public Health Engineering in the vicinity of the present WASA building in 1961. Later in 1963 Chattogram WASA was named as Water and Sewerage Authority (WASA). The WASA that used to supply deep tube well water since its inception, it now supplies surface water (river water) after purification. The company, which used to produce 10 Million liters of water a day in 1963,

১৯৬৩ সালের তিনটি গভীর নলকূপ থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ২০১৬ সালে তা ৯৮ তে গিয়ে ঠেকে। আর এভাবেই নগরবাসীর পানির চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করতে থাকে সরকারি এই সংস্থাটি।

প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পর আসে ওয়াসার প্রথম প্রকল্প

চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ফারাকের কারণে নগরজুড়ে একসময় পানির জন্য হাহাকার ছিল। আজ থেকে এক দশক আগেও নগরীতে পানির জন্য কলসি মিছিল কিংবা ওয়াসা ঘেরাও কার্যক্রম পালিত হতো। রাজনৈতিক ও স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে চলতো এই কর্মসূচি। ওয়াসার কর্মকর্তারা সবসময় এমন মিছিলের আতঙ্কে অফিস করতো। প্রতিদিন কোনো না কোনো এলাকা থেকে দলবেধে মানুষ ওয়াসা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতো।

দিন দিন নগরী পানির চাহিদা বাড়তে থাকায় ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পর ১৯৮৭ সালে প্রথম পানি সরবরাহ প্রকল্প নেয়া হয়। হালদা নদীর পানি পরিশোধন করে দৈনিক নয় কোটি লিটার পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে নেয়া হয় প্রকল্পটি। এসময় প্রায় ১৫টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে উৎপাদিত হতো আরো প্রায় তিন কোটি লিটার পানি। গভীর নলকূপ ও মোহরা প্রকল্প মিলিয়ে দিনে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি লিটার পানি নগরবাসীর মধ্যে সরবরাহ করা হতো। এতে প্রথম দিকে নগরীতে তেমন একটা সমস্যা হয়নি।

সঙ্কট বাড়ে ৯০ সালের পর থেকে

১৯৮৭ সালে মোহরা প্রকল্প ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হলে নগরীতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া শুরু হয়। কিন্তু নগরায়নের থাবায় উন্নত জীবনের আশায় দেশের দ্বিতীয় প্রধান নগরী চট্টগ্রামে বাড়তে থাকে নগর জনসংখ্যা। ১৯৯০ সালের পর থেকে বাড়তি এই নগর জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বাড়তে থাকে বহুতল ভবনের সংখ্যা। সেইসাথে অনেক এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ার পাশাপাশি পুরো নগরীতে বসবাসের ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়। ফলে একসময় যেখানে নগরীর দামপাড়া, লালখান বাজার, নাসিরাবাদ, চকবাজার, শুলকবহর, ষোলশহর, বায়েজীদ, বহদ্দারহাট, মুরাদপুর, আন্দরকিল্লা, আলকরন, সদরঘাট, মাদারবাড়ি, আগ্রাবাদসহ প্রভৃতি এলাকায় পানির সরবরাহ করা হতো; নগরায়নের কারণে পরবর্তীতে পুরো শহরে পানির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তখনই নগরজুড়ে শুরু হয় পানির হাহাকার। বিভিন্ন এলাকায় পানির জন্য বিক্ষোভ শুরু হয় এবং আর নগরবাসীর পানির এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ বসানোর কার্যক্রম নেয় ওয়াসা। কিন্তু গভীর নলকূপেও সঙ্কট দূরীভূত হচ্ছিল না। ফলে দিন দিন বাড়তে থাকে পানির

these days it is producing 360 million liters a day. Just like a company lagging behind during its founding, WASA was a deep tube well dependent organization since its inception in 1963 due to lack of technology and funds. Despite knowing that extracting ground water is not god for the environment, WASA did not have any alternatives. The number of deep tube wells kept increasing every year as the demand of water kept soaring with the number of increasing urban population every year. It started with three deep tube-wells in 1963, the number of deep tube wells increased gradually with the increasing demand up to 98 in 2016. And this is how the government authority tried to meet the water demand of the city dwellers.

WASA got first project 24 years after its founding

Due to huge gap between the demand and supply, once there was lamentation for water in the city. About a decade ago, city dwellers used to stage pitcher procession and WASA siege programs demanding water. The programs used to be carried out led by various political and local groups. WASA officials always used to work under panic of such programs. Almost every day, people from different parts of the city used to carry out such programs around WASA.

As the demand for water was increasing day by day, WASA undertook its first water supply project in 1987, 24 years after its establishment. The project aimed to produce 90 million liters of water daily after purifying water from the river Halda. During this period, about 30 million liters of water was produced through 15 deep tube wells. About 120 million liters of water was supplied to the city residents daily from the deep tube-wells and Mohra projects. There was not such a problem in the city at the beginning.

The crisis has worsen since 1990

In 1987, the city started getting some relief when water was supplied from the Mohra project and deep tube wells. But under the thump of urbanization the population of country's second major city, Chattogram, started increasing in the hope of a better life. After1990, the number of multi-storied buildings started increasing in different areas of the city to accommodate the growing urban population. Besides, the increase